শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

'আপনার মুখ আপনি দেখ' ইত্যাদি লেখক।

মহাশয়

আপনার বিশেষ উদ্‌যোগে এই "কলিকাতার নুকোচুরি" প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হওয়াতে এই পুস্তকখানি আপনাকে উপঢৌকন দিলাম। এখানি ইংরাজী ১৮৬৫ সালে লেখা হইয়াছিল, এবং আমার মানস ছিল না যে ছাপা হইবে। কিন্তু কতিপয় বন্ধু ও আপনার যত্নে ছাপা হইল ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি। আপনি যেমত হিন্দু সমাজের দর্পণ দেখাইয়া দেশের উপকার করিয়াছেন—আমিও সেই অভিপ্রায়ে এই দর্পণ স্বরূপ পুস্তকখানি মুদ্রিত করিলাম, যদি ইহা পাঠান্তরে আমার মর্ম্ম গ্রহণ হয়, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।

দেশের অনিষ্ট যত, মূল সুরা তার।
লোকাচারে হেয় নরে, করে ব্যভিচার ॥
কুসঙ্গে কুমার্গে লোকে, নরে দ্বেষ করে।
বিভু পদ আরাধনে, সব দোষ হরে ॥

খাসপুর
জঙ্গল মহল।
১ এপ্রেল ১৮৬৯
খুদে মঙ্গলবার।

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়ার।

ভূমিকা

"দুষ্টের দমন হেতু শিষ্টের পালন।
যুগে যুগে জন্ম লয় যশোদা নন্দন ॥

পোর্ট কেনিংকে পোর্ট করিবার জন্য সিলস্ সাহেব আর কিছু বাকি রাখেন নাই —পরে বহু পরিশ্রমে পোর্ট কেনিং একটি সহর হইয়া উঠিল, হাটবাজার বসিয়া গুল্‌জার হলো—বসতি বাড়িতে লাগিল—জাহাজ আসিতে লাগিল—সুতরাং পোর্ট কেনিং সেয়ারের দর দিন২ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল—এমন কি দশ হাজার টাকা প্রিমিয়মে খরিদ বিক্রয় হইতে লাগিল। এমত সময়ে সপ্টওয়াটরের নবাব পোর্ট কেনিং সহরে একটি চিড়িয়াখানা করিলেন। দেশ বিদেশ হইতে নানা প্রকার পশু পক্ষি ও অন্যান্য দ্বিপদ চতুষ্পদ জানোয়ারের আমদানি হইতে লাগিল, অধিক কি বলিব যাহা ন্যাচুরেল হিসট্রিতে নাই, তাহাও আমদানি হলো। যদি পাঠক মহাশয়রা জিজ্ঞাসা করেন সেটা কি? উত্তর—"হুতুম প্যাঁচা" সকলেই জানেন, যে কেবল কালপ্যাঁচা আর লক্ষ্মীপ্যাঁচা আছে; কিন্তু এ নবাব হুতুম-প্যাঁচা কোথা হইতে আমদানি করিয়াছেন, এই দেখতে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। চিরস্থায়ী কিছুই নয়। ক্রমে পোর্ট কেনিং হ্রাস হইতে লাগিল, ঘরাহ বিচ্ছেদ হইয়া, সুইনোর রামরাজত্ব হইল, সেয়ারের দর দিন দিন কমতে লাগিল, মোকদ্দমা সুরু হলো, ডিবেঞ্চর ডিউ হলো, এবং নবাবও চিড়িয়াখানার দরজা খুলিয়া দিলেন। হুতুম প্যাঁচা গোটা কতক দাঁড়কাকের সঙ্গে ক্যাঁ, ক্যাঁ, করতে করতে কলিকাতায় আসিয়া কাশীমিত্রের ঘাটে বাসা করিল। দিন কতক নতুন২ সকলেই দেখতে গেল, অবশেষে ধরা পড়ে আর উড়তে পারলে না। ঈশ্বরদত্ত ডানা না হলে তো আর ওড়া যায় না; ধার করে তো পুচ্ছ নিয়ে ময়ূর হওয়া যায় না? আর যদি হয়, তো সে কদিনের জন্য?

আমি বাল্যকালাবধি পাখি মারতে বড় ভাল বাসিতাম, এজন্য আমার বন্ধুরা আমাকে আদর করে পাখির যম বল্‌তেন। আমি একদিন পোর্ট কেনিং দেখতে গিয়া শুনলেম সেখানে আর পাখি পাওয়া যায় না। নবাব চিড়িয়া-খানা নিকেশ করেছেন, সুতরাং পাখিগুলো ছটকে বেরিয়া গ্যাছে। পরে পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম, যে সকল পাখিগুলো এসেছিল তারা আর

একটি নকল পাকমারার বাণে জ্বর ২ হয়েছে, আমার বাণ বড় আর দরকার করে না, তবে কি করি এই মনে করিয়া লাওয়ারিস্ কাগজ নিয়া খানিক ছেলে খেলা করে বদমায়েসদের আক্কেল গুড়ম করে দেওয়া যাক, এই চিন্তা করিয়া এই আর্শিখানি (এ বড় মজার দর্পণ—এতে আপনার মুখ আপনি দেখা যায় আর পরের তো কথাই নাই) আপনাদের সামনে ধরলেম, যদি ইহা দেখে আমাদের সমাজের উপকার, ও কুচরিত্র সংশোধন হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল হইবে।

অল ফুলস্ ডে
বিদ্যাধরিপুর

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়ার।

সূচীপত্র

সূচনা

কলকাতা যখন এগোতে লাগল মহানগরীতে রূপান্তরের পথে, জীবিকা ও অন্যান্য তাগিদে এখানে জড়ো হতে লাগল বিভিন্ন ধরনের মানুষ, বিচিত্র তাদের আচার আচরণ, ভালোয়মন্দে মেশানো এক আশ্চর্য জীবনচর্যা। দেখা দিল গভীরতম বোধ, সংগঠিত হল অস্ত্যর্থক সমাজ আন্দোলন, বিস্তার ঘটল আধুনিক শিক্ষার এবং তার সমগ্রতা প্রতিফলিত হল সৃজনশীল সাহিত্যে নানা রূপকর্মে। এলেন রামমোহন বিদ্যাসাগর, দেখা দিলেন মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু। এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ। বাঙালী মনীষা বিস্ফোরিত হল উনিশ শতকের কলকাতা জুড়ে।

কিন্তু মঙ্গলের সমান্তরালেই ত চলতে থাকে অশিব। প্রতীচ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঢোঁয়া ঢেকুর তাই স্বাভাবিক কারণেই আর অলক্ষ্য রইল না। তার বিকার অভিব্যক্ত হল সমাজ শরীরের নানা প্রত্যঙ্গে। এক অদ্ভুত বৈপরীত্যে আক্রান্ত হল কলকাতাবাসী বাঙালী, তার মননচর্চায় ফুটে উঠল স্ববিরোধিতা। উৎকেন্দ্রিকতাই বলা যায় তাকে। তার ফল যে খুব একটা খারাপ তা হয়ত নয়। কেননা সমাজ তার নিজের নিয়মে এগিয়ে গেল প্রতিস্থিতির দিকে, আঘাত করতে চাইল এ উৎকেন্দ্রিকতার মূলে। তার অভিঘাতে কলকাতার অধিবাসীদের আয়ত্তে এল এক ঘনিষ্ঠ তির্যকতা। এ এক শক্তিশালী আয়ুধ যা বাঙালীর অধিকারে সীমিত রইল শুধু উনিশ শতক জুড়ে নয়, তার তরঙ্গ আমরা যেন অনুভব করতে পারি বিশ শতকের উপান্তে বসেও। বস্তুত ব্যঙ্গে বোধহয় বাঙালীর অধিকার বংশানুক্রমিক।

বাবু কালচার নিয়ে বিদ্রূপ কি শুরু হয়েছিল 'নববাবুবিলাস' থেকে? না, তারও আগে? কালীপ্রসন্নের কলকাতা শুধু যে হুতোমে অভিব্যক্ত হয়েছিল তা ত নয়, 'বাবু' নাটকেও তার চেহারা ধরা পড়েছিল। মধুসূদনের নববাবু থেকে দীনবন্ধুর নিমচাঁদে পৌঁছতেও খুব বেশিদিন লাগে নি। তারপর ত সারি বেঁধে দেখা দিয়েছে কত ধরনের নকশা ও প্রহসন। তার বেশির ভাগ অবশ্যই ছিল সাময়িক বুদ্বুদ। মিলিয়ে গেছে তারা অচিরেই পাঠকের স্মৃতি থেকে। কিন্তু তাদের সামগ্রিকতা সৃষ্টি করে গেছে এক প্রবহমান উত্তরাধিকার। অবশ্য তার অভিব্যক্তির রকম পাল্টেছে। গত শতকে যা ছিল মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্নোদগারে অভ্যস্ত বাবুদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, সাম্প্রতিকে তা চারিয়ে গেছে আরো আনাচ কানাচে।

এখনকার কথা থাক। বরং ফিরে যাওয়া যাক গত শতকের দ্বিতীয় অর্ধে যখন একের পর এক রচিত হচ্ছিল নানা নকশা। 'আলাল' বা 'হুতোম' ত পরিচিত প্রায় সকলেরই। এ দুটি রচনা বাঙালীর স্মৃতিতে এখনো জীবিত প্রবলভাবে। কিন্তু আরো ছিল যত এধরনের সাহিত্যকর্ম তাদের অনেকগুলোর কি প্রাপ্য ছিল বিস্মরণ? অবশ্য প্রচণ্ড সমকালীনতা হয়ত তাদের পঙ্গু করেছিল খানিক তবু খুঁজলে কি পাওয়া যায় না এমন কিছু বিদ্যুৎগভ´ উচ্চারণ যার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি এখনো?

'বিলবিভ্রাট পঞ্চরং' (১৮৭৮) নামের ছোট বইখানিতে একজন লেখক আক্রমণ করেছিলেন খোদ কেশবচন্দ্র সেনকেই। কন্যা সুনীতিদেবীর বিবাহে ব্রহ্মানন্দের কথা ও কাজে দেখা গিয়েছিল যে বৈপরীত্য এ লেখায় তাকে ব্যঙ্গ করে রচিত হল—

গাধা পিটে ঘোড়া হয়, ইহা প্রবাদ বচন।
আর ঘোড়াও যে গাধা হয়, শুনিনি কখন॥

কিংবা ধরা যাক চাঁদগোপাল গোস্বামীর লেখা 'সুরাসারোদ্ধার' (১৮৮৪) নামের মদ্যপানবিরোধী এ বইটিকে যার মধ্যে রয়েছে এ আশ্চর্য শ্লোকটি—

অলক্তাক্ত বিম্বযুক্ত কিমব্যক্ত রঞ্জিতং,
সুরেন্দ্রবন্দিনী সেব্য যেন গব্য গঞ্জিতং,
পানমাত্র শম্ভুনেত্র দুর্জনস্য বাঞ্ছিতং।
নমামি মাদক শ্রেষ্ঠ ইষ্ট অগ্রে পূজিতং।

কিংবা ধরা যাক 'রসিক মোল্লা' ছদ্মনামে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ লেখাটি যেখানে তিনি লিখছেন

কলির শহর কলকাতা তোর গুণে নমস্কার—
তোর সভ্য গায়ের বাতাসে হয় দ্বিপদ অবতার!

এ যেন দাদাঠাকুরের কলকাতা ভুলে ভরা'-র পূর্বসূরী। প্রায় গোড়া থেকেই কলকাতা বহন করে চলেছে এ বৈপরীত্য। গত শতকের নানা রচনা থেকে এ ধরনের উদ্ধৃতি সংকলিত হতে পারে প্রচুর কিন্তু আপাতত তার দরকার নেই। আমরা এখন শুধু নিবদ্ধ থাকব বক্ষ্যমান গ্রন্থটিতে যার নাম 'কলিকাতার লুকোচুরি'।

বস্তুত কলকাতার চরিত্রে রয়েছে যে বৈপরীত্য এ বইতে লেখক তাকেই বলতে চেয়েছেন 'লুকোচুরি'। এ নকশাটির লেখক হলেন টেকচাঁদ ঠাকুর

'জুনিয়ার' শব্দটি এখানে খুবই মানানসই কেননা 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখেছিলেন যে টেকচাঁদ ঠাকুর তাঁরই ছেলে.তিনি এবং সেহিশেবে 'জুনিয়ার টেকচাদ'। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ 'আলাল' প্রকাশিত হবার এগার বছর পর।

'টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়ার'-য়ের আসল নাম ছিল চুনিলাল মিত্র। তিনি ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর জন্ম ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে খড়দা মামার বাড়িতে। বিয়ে করেন শিবচন্দ্র দেবের কন্যাকে। শিবচন্দ্র ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত ব্রাহ্ম, বাড়ি ছিল কোন্নগর। হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন চুনিলাল। জমিদারি কাজের জন্য তিনি কিছুদিন জঙ্গল মহলে ছিলেন এবং এখানেই নাকি লিখেছিলেন 'কলিকাতার নুকোচুরি'। এ বই পিতা প্যারীচাঁদের হাতে পড়লে তিনি ক্রুদ্ধ হন এবং তার ফলে পুত্র চুনিলালার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখেন নি। ওয়েলিংটন স্কোয়ার (বর্তমান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) য়ের কাছে 'মিত্রালয়' নামে বাড়ি বানিয়ে আজীবন সেখানেই বাস করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর তিন ছেলেই সেকালে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন।

চুনিলালের সম্ভবত ইচ্ছে ছিল 'কলিকাতার নুকোচুরি'র আরো খণ্ড লেখবার। অন্তত বইটির সাব-টাইটেল 'The mysteries of Society in Calcutta Vol I' নামকরণের ঘোষনায় তার আভাষ মেলে। বইটি ছাপা হয়েছিল বটতলার 'বিদ্যারত্ন প্রেস' থেকে। শুধু 'কলিকাতার নুকোচুরি'র দ্বিতীয় খণ্ড কেন, চুনিলালের অন্য কোন রচনার কথাও জানা যায় না।।

এ নকশাটিতে সোজাসুজি তির্যকভাবে সমকালীন বহু ঘটনাই ছায়াপাত করে গেছে। সতর্ক পাঠকের চোখে এ বইতে উল্লিখিত বহু ব্যক্তি বা ঘটনা পরিচিত বলে মনে হবে। সম্ভবত এসব তির্যকতার মধ্যে ধরা পড়েছিলেন কোন গুরুজনও তাই পিতা প্যারীচাঁদ চুনিলালের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

প্রথম অধ্যায়

"অসৎ কর্ম্মের প্রতি ফল"।

ধন কিম্বা কার্য্যদক্ষ হইলে কি হয়।
বুঝিয়া যে নাহি চলে কভু সুখী নয়॥
দেখে শুনে তবু দেখি, চলে সেই চেলে।
কারে কি বলিব এই দোষে দেশ খেলে॥

আমার নাম গদাধর ঘোষ, বয়স বিশ বৎসর, ভদ্রবংশীয় এবং আমার নিবাস বলাগড়। আমার পিতা পোনেরোকড়ি ঘোষ মৃত্যুকালীন প্রচুর বিষয় রাখিয়া যান, তাহা আমি অল্প দিনের মধ্যে সব শেষ কোরেচি। স্বর্গীয় পিতা বড় বৈষয়িক এবং বুদ্ধিজীবী ছিলেন, তজ্জন্য তিনি আমাকে, আইন আদালত, হপ্তম পঞ্চম, হাজা সুখা ও মাল ফৌজদারিতে বিশেষ তরিপোত দিয়েছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প বয়সে আমার বিষয়াশয়ে মন না গিয়া কেবল কুপথগামী হইল। এক্ষণে তাহার এই ফল ভোগ হইতেছে।

ইংরাজী ১৮৬২ সালে পিতার মৃত্যুর পরে কলিকাতায় আসিয়া কিছু দিবস কোম্পানির কাগজ ও হরেক রকম চা ও ব্যাঙ্কের সেয়ার (Bank Share) খরিদ বিক্রয় করিলাম, ও মধ্যে ২ আফিমের তেজী মন্দীর চিটী খরিদে, দিবসে আহারের সুখ, ও নিদ্রা ত্যাগ হয়েছিল। কথায় বলে, "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যকে লাঠি বাজে" এই রূপে ক্রমে ২ আমি অনেক বিষয়ে জলাঞ্জলী দিয়া বড়বাজারে বৃষ্টির খেলায় প্রবৃত্ত হইলাম, এবং তাহাতেও ঐ রূপ ঘটনা হইল। কলিকাতা আজব সহর, পরে আমি পক্ষির দলে ঢুকিয়া সুখ

লাভ করিতেছি, এমন সময়ে "সুরাপাননিবারিণী" এক সভা স্থাপন হোলো। তাহাতে এক নামকাটা সেপাই, পগাম্বর অগাম্বর বাবুরা ও আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি অনেকেই সভ্য হইয়া প্লেজ (pledge) লইলেন। ইহারা দিবসে সভার সভ্য হইয়া সুরাপান নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন, রাত্রে পুনর্ব্বার আমার সহিত পক্ষির দলে ঢুকিয়া উড়েন। এ এক রকম মন্দ লুকোচুরি নয়, কলিকাতার লোকের গুণাগুণ সংক্ষেপে বলা হয় না। বাহুল্য জন্যই ক্ষান্ত হইলাম।

একদা আমি কতিপয় সঙ্গী সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মসমাজে গিয়া দেখিলাম, নব্য ভব্য সভ্য ব্রাহ্মোরা সকলেই চক্ষু মুদিত করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, ও প্রধান আচার্য্য যেমত অঙ্গ দোলাইতেছেন অন্য অন্য সাম্প্রদায়িরা ট্রুকপি (True Copy) করিয়া সেইরূপ করিতেছে। তাঁদের ভাবভক্তি দেখে, আমারও মধ্যে একটী ভাবোদয় হইল; 'ঈশ্বর কি অঙ্গ না দোলাইলে ও চক্ষু মুদিত না করিলে আবির্ভাব হন না?" আমি ত ইহার কিছুই বুঝিলাম না, কাহাকে যে একথা জিজ্ঞাসা করি, নিকটস্থ এমন একজনকে দেখিতে পাইলাম না। চারিদিক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আমাদের চারইয়ারির দলের অনেককে ঐ দলভুক্ত দেখিলাম। তাঁরা দিবসে যে কার্য্য না করেন, এমত কর্ম্ম নাই ও রাত্রে স্থান বিশেষে পরমহংস হন। কলিকাতায় এও এক রকম লুকোচুরি।

সহরের দোল, দুর্গোৎসব, চড়ক প্রভৃতি পার্ব্বণের কথা, কতক কতক হুতুম প্যাঁচা বোলে গ্যাচেন, তিনিও যে তাঁর সে নক্সাতে নাই এমত নহে? ইহা তিনি আপনিই স্বীকার করেচেন। হুতুম আজকাল যেমত প্যাঁচা বলিয়া পরিচিত আছেন, ফলে তাহা ছিলেন না। তিনি একজন বনেদি ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান, আমারই মতন বিপুল

বিভবের অধিপতি হইয়া সত্বরেই সর্ব্বস্বান্ত করেচেন। তাহার মহত্বতা গুণের পরিসীমা ছিল না, ভগবান ব্যাসদেব যেমত আপন জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনে লজ্জিত হন নাই, সেইরূপ হুতুম আপনার নক্সাখানিতে আপনার অনেক কথা বলিয়াছেন, তবে লোকালয়ে যে গুলো অত্যন্ত ঘৃণাস্কর তাহাই বলেন নাই। হুতুমের নক্সাখানির রচনা চমৎকার কিন্তু বিশেষ স্মরণ করিয়া পাঠ করিলে মহোদয় টেকচাঁদ ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহই সম্পুর্ণরূপে বলিতে হইবে। আমরা এবং অপর ২ পাঠক মহোদয়েরা বাহনকে অনেকেই টেকচাঁদ ঠাকুরের কিয়তাংশ ট্রুকপি (True Coyp) বলিয়া থাকি। ইহাও কলিকাতায় এক রকম লুকোচুরি।

হুতুম প্যাঁচার নক্সা প্রচারের সময়েই ডাক্তর বেরেগ্নির হমিও-প্যাথির (Homeopathie) প্রাদুর্ভাব হইল, কি বড় কি ছোট সকলেই হমিওপ্যাথি শিখিতে আরম্ভ করিলেন ; এবং দেশে ২ জেলায় ২ এই ঔষধ প্রচার হইয়া আলোপ্যাথির (Allopathy) কম পড়িল। এ বিষয়ে আমি অপারদক্ষ বলিয়া বিশেষ বিবেচনা করিতে পারি নাই, কিন্তু বোধ হয় কিছু কাল পরে উক্ত বিষয়ে দেশের মঙ্গল হইতে পারে। হমিওপ্যাথির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হুতুমের হ্রাস হইতে লাগিল। ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয়, হুতুম যেমত লোক তাহা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে, আমার ন্যায় এক কালীন অনেক মজা করিয়াছেন। "কাকের মাংস কেহ খায় না, কিন্তু কাক সকলেরই মাংস ভক্ষণ করে"। হুতুমের নক্সা লিখিতে গ্যালে একখানি স্বতন্ত্র কেতাব হয়। তিনি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, হেন সৎকর্ম্ম কি অসৎকর্ম্ম নাই যে তিনি করেন নি। মন্দের ভাগই অধিকাংশ, সতের মধ্যে ভারতে

মহাভারত ভিন্ন আর কেহ কিছু বলতো না। তাতেও কি লুকোচুরি আছে ?

পামরলাল মিত্র বাবু বড় বোনিয়াদী ঘরের দৌহিত্র সন্তান। তিনি বাল্যকালাবধি পিতৃ আদর পাইয়া আলালের ঘরের দুলাল ছিলেন। লেখাপড়ায় সরস্বতী কণ্ঠস্থ, দেখতে কার্ত্তিকের ন্যায়, বয়েস তরুণ, পেটটী গণেশের মত, লক্ষ্মী বিরাজমানা, আর বড় খোরচে ছিলেন। তিনি আমাদের চারইয়ারির দলের কাপ্তেন। বাবুর বৈঠকখানা সদা সর্ব্বদা, গুল্‌জার থাকিত' উইল্‌শনের খানা ও পেইন্‌ কোম্পানির মদে পরিপূর্ণ, এ কারণ আমাদের গলা অহরহ ভিজান ও উদর পূর্ণ থাকতো। বাবুর পৈত্রিক বাটী খানাকুল কৃষ্ণনগর, এবং হালসাকিম আহীরীটোলা। আমার বিষয়াদি নষ্ট হওয়াতে পামর বাবুর এডিক্যাম্প (Aiddecamp) হইলাম। বাবু হাইতুল্লে তুড়ী দিতে হোতো, ও হাঁচলে জীবো বোল্‌তে হোতো। আমি চিরকাল বাবুগিরি করিয়াছি, এজন্য আমার বড় কষ্ট বোধহোলো। "অন্‌ অভ্যা-সের ফোঁটা, কপাল চড়্‌ চড়্‌ করে," কিছু কাল পরে বাবু পাঁচুহরি কোম্পানীর মুৎসুদ্দি হইলেন, এবং আমি সদরমেট হইলাম, কর্ম্মের মধ্যে আফিসে গিয়ে চাপকান খুলিয়া "বাতাস দেরে" বোলে চোদ্দ পো হতেম, ও মধ্যে ২ বরফ দিয়া একটু একটু পাকা মাল টান্‌তেম। কর্ম্মকাজ সকলি কেরানি সরকারে কোত্তো, আম্‌দানী রপ্তানি ক্রমে বেড়ে উট্‌লো, এবং সাহেবকে প্রচুর টাকা অ্যাডভেন্স (Advance) কোত্তে হইল। সাহেব অতি ভদ্র, কিন্তু বিলাতে মহা অকাল হওয়াতে তুলায় অতিশয় ক্ষতি হইল। সাহেব ইনসল্‌ভেণ্ট (Insolvent) নিলেন এবং আমরাও পটোল তুল্‌লাম। যে ব্যক্তি কোন বিষয় না জানে তাহার সে কর্ম্ম করা কোন মতে বিধি নয়। আমার এমনি

কপাল যে, যাহা কিছু ছুঁয়েছি, তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন কখন লাভ হয় নাই।

আমাদের কর্ম্মের কিছু লহনা পড়াতে, ছোট আদালতে নালিশ করিতে হইল। ছোট আদালত বিশেষ অতি জঘন্য স্থান, তদ্বির না হলে উপায় নাই। সম্প্রতি জষ্টিশ নরম্যান (Justice Norman) সাহেব শাসন করিতে গিয়া "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েচেন"। ইহার কি আর উপায় নাই? বড়টীও কিছু কম নয়; আদালত মাত্রেই এইরূপ। নুকোচুরি বিস্তর, ধরা ভার!

কলিকাতায় এক এক দিন এক এক হুজুক উঠে। আজ হরিমোহনি হ্যাংগাম, কাল কালীবাবুর হাড়কালী, পরস্থ চিংপুরে ইয়ং বেঙ্গলের ঘোড়দৌড়, ও মধ্যে ২ কেশব সেনের কেরাঞ্চি গাড়ীর মত লেক্‌চর (Lecture); তাহার থামা নাই, কেবল ঘড়ঘড়ানি। মাঝে হিপোগ্রিফের লেক্‌চরের ধূম গেল। সাহেব "ধরি মাছ না ছুঁই পানী" স্বজাতের গুণাগুণে চক্ষে ধুলা পড়ে, কিন্তু পর নিন্দা, পর পীড়ায় বড় কাতর নন; ইহাকে কি খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম বলে? কলিকাতার নুকোচুরি কত রকমই আছে!

"অবাক কলি পাপে ভরা"! সময়ে ২ কত রকমই দেখতে পাওয়া যায়; দুঃখের মধ্যে এই কিছুই চিরস্থায়ী থাকে না। ক্রমে অগাম্বর পগাম্বর বাবুরা বড়ঘরের মেম্বর ও পেলার মার প্যালা মুৎসুদ্দি, ও দালালে ডিরেকটার (Director) হলেন। আমারও দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম হোলো। কলিকাতার বাচ বিচার নাই। ক্রমে রাজা প্রতাপচন্দ্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন, রাধাকান্ত রাধার লীলা দর্শনে বৈরাগী হলেন। বাহাদুরেদের বাহাদুরির সীমা ছিল না। রাজপুত্র দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের অবৈতনিক সম্পাদক হলেন। শিমুলার

হবুচন্দ্র গবুচন্দ্র মিলিয়ে গ্যালেন, আজ কাল তাঁহাদের কথা আর বড় শোনা যায় না। হুতুমের গুরুদাস গুঁই মাথা ছেড়ে বেড়ে উট্‌লো। পীরের দরগায় দিব্বি কীর্ত্তি স্থাপন কোরেচেন। কলিকাতার লুকোচুরি কোথাও কমী নাই।

ষ্টোনঘাটার লাট্টুদার বাবু প্রায় কুঁপোকাত, এখন যে কটা দিন বাঁচবেন, কেবল পাঠশালার ছোকরার মত গণ্ডায় এণ্ডা দিয়া সায় দিয়া যাবেন। তিনি একটী পুরানো পাপী, আমাদের সঙ্গে নরক গুলজার কোর্ব্বেন তা বেশ বোল্‌তে পারি? কলিকাতার বাবুরা প্রায় অনেকেই নরকে যাবেন; হোমরা, চোমরা, অষ্টবসু প্রভৃতি সকলে অগ্রগামী হয়ে খুব গুল্‌জার কোরে তুলেচেন তাহার সন্দেহ নাই। এখন সে মজার মজলিশে আমরা গিয়ে স্থান পেলে হয়? আমার এইখানে একটী গল্প মনে পড়িল, তাহা না বলিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। পূর্ব্বেকার চারইয়ারির দলের ডিশব্যানডেড (Disbanded) একজন মাতাল রাস্তা দিয়া যাচ্ছিল, সেই সময়ে বারেণ্ডা হতে একজন বেশ্যা তাহাকে ব্যঙ্গ ছলে বলিল, "ওরে ব্যাটা মাতাল! তুই মদ খাস! মদ খেলে নরকে যেতে হবে জানিস?" মাতাল বলিল, "বাবা! মদ খেলেই যদি নরকে যায়, তবেত নরক আজকাল ভারি গুল্‌জার, কলিকাতার বড় ২ বাবুরা যাঁরা মদ খেতেন তাঁরা তবে কোথা গ্যাচেন"? অবিদ্যা কহিল, যিনি ২ ও কাজ কোরেচেন সকলেই নরকে গ্যাচেন। মাতাল বলিল. তবে সেখানে গেলেমই বা, তাতে দোষ কি? আমি একাকি স্বর্গে গিয়ে কি কোরবো? অপর একজন পথিক যিনি গত রাতে দু বোতল ধানেশ্বরির শ্রাদ্ধ কোরেচেন,জনান্তিকে বোলে উট্‌লেন মদেতেই সব উচ্ছন্ন দিলে। কলিকাতার লুকোচুরির কথা আর কত বোল্‌বো।

ক্রমে বিদ্রোহীরা শাসন হইলে, লার্ড কেনি, বিলাত গিয়া খ্রীষ্ট-প্রাপ্তি হইলেন। এখানে গুজব উট্‌লো, সতু ঠাকুর সিবিল হলেন, কৃষ্ণবন্দো কাশী যাবার উদ্যোগ কোল্লেন, বিহারীলাল প্রসিদ্ধ পাদ্‌রি হোলো। আমাদের মল্লেশ্বরপুরের দাদাঠাকুর হাড়গোড়ভাঙ্গা "দ" হইয়া পড়িলেন। তিনিও পক্ষির দলের একজন প্রধান, "সময়ে সকলী করে, মণি ফণি হয়ে দংশে, অমৃত গরলাক্ষরে" এই এক বুলি ধরিয়া মধ্যে মধ্যে কালাবতি লাগাইতেন। দাদাঠাকুরের খীড়কির পারের কেষ্টা জোলা সভাপণ্ডিত হইয়া চূড়ামণি কবলাতে লাগ্‌লেন। বাছার পেটের ভিতরে সরস্বতী হাম্মা, হাম্মা করে, সংস্কৃতের মধ্যে গোটাকতক "বংশের গাণ্ডু মারিশ্যামিঃ" গোচ বোল শিখিয়াছিলেন। এখনকার পণ্ডিতদের মধ্যে প্রায় অনেকেরই বিদ্যা সেই রূপ। কলি-কাতার অনেকানেক ভট্টাচার্য্যেরা রাতারাতি পণ্ডিত হইয়া চূড়ামণি, শিরোমণি, তর্কলঙ্কার, ন্যায়লঙ্কার প্রভৃতি খেতাব বাহির করিয়া চুঁচড়ার সঙ্‌গের মত বেরোন। এও কলিকাতার লুকোচুরি।

কালাচাঁদ আনাড়ি মেজেষ্টর হইলেন, গঙ্গাপতি মাষ্টার এক দাঁড়ি দুই দাঁড়ি দিয়া কেতাব ছাপাইলেন ; দেখে শুনে রমাপতি রাজমহলে পলাইলেন। হাবাতে কালী গাইয়ে হোলো, কন্দর্পদত্তের ঘরে মদ ঢুকলো, দেখে মাহাতাপচন্দ্র দারজিলিঙ্গে সর্‌লেন। জ্ঞানচন্দ্রের দীপ্তি প্রজ্বলিত হোলো, রেলের গাড়ী দিল্লি যেতে সুরু হোলো, ও শরতের মেঘের ন্যায় গোটাকতক টোকরে ছোঁড়া, ফোঁটা ২ ইংরাজী কহিতে আরম্ভ করিল, তাদের মাথা মুণ্ডু কিছু মাত্র জ্ঞান নাই, ইংরাজী কহিতে ২ অমনি বাঙ্গালা কথা এনে বসে, কিন্তু ইংরাজীও না কহিলে নয় ? বাছাদের গুণের পালান নাই।

গোবের মার গোবের চাকৃরি হোলো, অঘোর বসু কানা গরু পার

করিল, রেতাব দরজী "সমীরণে তোরা" বোলে বাঞ্ছারামের মত খোঁনা আওয়াজে গাইতে লাগ্‌লো ; দেখে দাদাঠাকুর লজ্জায় মাথা হেঁট্‌ করিয়া বলিলেন, "আমার ছিল যে বাসনা। পোড়া কপাল ক্রমে তা হোলা না" আমিও দেখে শুনে বেড়িয়ে পোড়লেম। কলিকাতার নুকোচুরি হুদ্দমূদ্দ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলিকাতার নীলেখেলা।

পান দোষে কৌতুকাদি সহজ সে নয়।
দেখিতে দেখিতে হয়, কত ভাবোদয়॥
বিপদ তাহাতে দেখি ঘটে অনায়াসে।
কারো ধন, কারো প্রাণ, কারো জাতি নাশে॥

গোপালরাম চূড়ামণি পামর বাবুর সভাপণ্ডিত ছিলেন। এক দিবস আমরা সকলে তর্ বোনে গেচি এমত সময়ে চূড়ামণি এলেন। পামর বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন। মহাশয়! যদি পরস্ত্রী গমন করি, তাহাতে কি কোন পাতক আছে? শাস্ত্রে কোন দোষ না থাকলে আর নুকোচুরি করিনে! চূড়ামণিটী বেল্লিক শাস্ত্রের চূড়ামণি; সহজেই উত্তর কোল্লেন, মহাশয়! কি বলেন? পরস্ত্রী গমনে যদ্যপি পাতক হতো, তাহা হইলে ভগবান যশোদানন্দন আর ষোড়শ ব্রজগোপীনির সহিত লীলা কোত্তেন না? দেবাদিদেব মহাদেবও কুচনী ক্রীড়ায় রত হতেন না? এ সামান্য বিষয় আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্চেন? এ বিষয়ে কিছু মাত্র পাপ কি নুকোচুরি নাই। আজ কাল্‌তো আপামর সাধারণে এ কাজ কোচ্চে। পামর বাবু খুসি

হইয়া দেওয়ানজীকে চূড়ামণিকে পুরস্কার দিতে বোল্‌লেন। চূড়ামণি হাত তুলিয়া "চিরণ জীবেষু" আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, না হবে কেন? কেমন লোকের পুত্র? স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয় দেব কি ঋষি ছিলেন তাহা বলা যায় না? ঈশ্বর করুন, যেন এই বীজ সংসারে জাজ্বল্যমান থাকে। পামর বাবু, ইয়ং বেঙ্গল (Young Bengal) নামে বিখ্যাত ছিলেন, যেদিকে জল পড়িত সে দিকে ছাতী ধত্তেন না। ইচ্ছামতেই সব কত্তেন। "শকের প্রাণ গড়ের মাঠ" খড়দহ অঞ্চলে গ্যালে কৃষ্ণ ২ বোলতেন, কালীঘাটে গ্যালে মায়ের প্রসাদে অরুচি ছিল না, সুপাচক উইল্‌শনের বাড়ীতেও আহারাদি অনায়াসে চোল্‌তো, বেশ্যালয়ের হোল্‌দে ভাতেও ঘৃণা ছিল না। বাবুর মোসাহেব, "ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়" যেমন গুরু তেমনি শিষ্য, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষয় বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের বোড়ালের শিবু খুড়োর সাক্ষাৎ পিস্তুতো ভাই, তাহার গুণের সীমা ছিল না "অশেষ গুণালঙ্কৃত" নামে বাবুর বাটীতে বিখ্যাত ছিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হোতে পামর বাবু কহিলেন, ওহে মুখুয্যে! মিয়াজান বেটাকে একবার চুপী ২ ডাক দেখি? আজ কি তয়েরি কোরেচে দেখা যাক? বোল্‌তে বোল্‌তেই মিয়াজান নানাবিধ চপ্‌, কাটলেট, ক্যরি আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত কোল্লে, ক্ষেত্রনাথ ব্রাণ্ডির বোতল খুলে বোসলেন। বাবুদের আহার যত হউক, বা না হউক, পানে প্রবৃত্ত হইয়া দিব্বি আমোদে আহ্লাদে মগ্ন হোলেন। চূড়ামণিও ক্ষেত্রনাথের প্রায় চিতিয়ে পড়া আছে, সামলে কোমর বেঁধে লেগে গেলো। কলিকাতায় মদ খান না এমত অতি অল্প লোক আছে, বাকির মধ্যে শালগ্রাম ঠাকুর, প্যাঁচার বুড়ো ঠান্‌দিদি ও টেকচাঁদ ঠাকুরের টেপি পিসি, আর জনকতক মাত্র। প্রকাশ্যে যদিও অনেককে দেখতে পাওয়া যায় না

কিন্তু লুকোচুরির ভিতর অনেকে আছেন। এদিকে জাত রক্ষা করেন, ওদিকে মদটুকু দিব্বি চলে, তুদিক বজায় রেখে চলেন। সুরাপানের যে ফল মহোদয় টেকচাঁদ ঠাকুর "মদ খাওয়া বড় দায়" বিস্তর লিখে গ্যাচেন। তজ্জন্য বাহুল্য বিবেচনা কোরে ক্ষান্ত হইলাম। পাঁচি-ধোবানির গলির পঞ্চানন তর্কলঙ্কার, বটতলার ব্রজ ন্যায়রত্ন, শিমুলার শ্যামাচরণ গোস্বামী, নিমতলার নিমচাঁদ বাবাজি,হাটখোলার হিদেরাম ঘোষাল, রামবাগানের রামনারায়ণ বসাখ দেওয়ানজী, প্রভৃতি মহামান্য রত্নাকরেরা উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের গুণের কথা বলা বাহুল্য, এক এক জন এক একটি অবতার বিশেষ।

পামর। অদ্য তোমাদের সকলকে এখানে উপস্থিত দেখিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। আপনারা সকলেই দেশ হিতৈষী দেশের মঙ্গল যাহাতে হয় তদ্বিষয়েই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বিধবা বিবাহ প্রচলিত। বাল্য বিবাহ নিবারণ, বারাঙ্গনাদের সহর হইতে বহিষ্কৃত করা, স্ত্রী শিক্ষা দেওয়া, এসব বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টিপাত না করা দেশের তুর্ভাগ্য বোল্‌তে হবে? আমরা ভরসা করি, যে আপনারা দেশে ২, জেলায় ২, গ্রামে ২, এই সকল প্রচলিত করিতে সচেষ্টিত হোন। (Here is success to you all) হিয়ার ইজ সক্‌শেশ টু ইউ অল্‌ বলিয়া এক গেলাস পান করিলেন ও চতুৰ্দ্দিক হইতে (Hear Hear) "হিয়ার হিয়ার" শব্দ উঠিয়া গেলাশ ফেরাফিরি হোতে লাগ্‌লো। ধুমধামের সীমা নাই। বাবুরা মনে মনে জানেন আমরা লুকোচুরি কচ্চি; ওদিকে কত দিকে যে ধরা পোড়চেন তার ঠিকানা নাই!

ক্ষেত্রনাথ। মহাশয়! নামেও যেমন, কাজেও তেমন। আপনার বাক্য ত নয়, যেন অমৃত বর্ষণ হোচ্চে? এরূপ মনুষ্য, যদি গ্রামে এক

২ জন জন্মে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির পরিসীমা থাকে না। চূড়ামণি ! ঈশ্বর করুন যেন আমাদের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পামর বাবু চিরজীবী হন। এক্ষণে মহাশয়রা বাবুর কুশলার্থে আমার সহিত সকলে পুনর্ব্বার এক ২ গেলাস পান করুন। এ স্থলে কেহ আর নুকোচুরি রেখ না।

পঞ্চানন। বাবুর মত কটা লোক আছে যে এই সকল বিষয় চর্চ্চা কোরবে ? ধন থাকবে, অথচ দেশাচার সংশোধনে মন হবে, ইহা না হলে আর তো এ বিষয়ে সিদ্ধ হতে পারে না ? এখনকার প্রায় অধিকাংশ লোকেই দিন আনে দিন খায়। তাদের 'আ' বলতে 'তা' দেয় না, তা 'উল্লো' বলিবে কখন। চেলের মোন পাঁচ টাকা ভাব্বে কি পলিটিক্স (Politics) নিয়ে মাথা বকাবে ? এখন এস আমরা বাবুর গুড হেলথ ড্রিঙ্ক (Good health Drink) করি। হিএর হিএর হিএর (Hear Hear Hear) বাবু ! আজ হদ্দ মজার নুকোচুরি হোচ্চে। আমরা যে রূপে একাজ করি, কার সাধ্য যে ধরে ?

চূড়ামণি। (স্বগত) রাত্রিটা মিছে ঢেঁকির কচ্ কচিতে বেড়ে যাচ্চে এখন বাবুর মনেরঞ্জনার্থে কোন রকম নূতন মজা বার করা যাক্। (প্রকাশ্যে) দেখুন আমাদের গ্রামে (বোঁইচিতে) একটী রকমসই দিব্বি আছে, তাহার পিতারও তলা চোঁয়া, বোধ হয় লেগে গেলেও যেতে পারে। তবে বাবুর কপাল আর আমার হাত যশ। একবার নুকোচুরি কোরে কিন্তু দেখবো ?

ব্রজ। চূড়ামণি মহাশয় ! আপনার মন্‌তো সাদা নয়, এতদিন কেমন কোরে এ কথা পেটে পুরে রেখে ছিলেন, এখন যাতে শুভ কর্ম্ম শীঘ্র শেষ হয়, তা করুন। (স্বগত) মুখে যা এলো তাতো বোলে ফেল্‌লেম, কাজে কি ও বিষয়ে থাক্‌তে আছে ? বাপ্‌রে ! "চাচা

আপনা বাঁচা” পরে হেঙ্গামে আমাদের কাজ কি? এ সকল কর্ম্ম, যাদের কোন কাজ কর্ম্ম নাই এবং প্রচুর বিষয় আশয় আছে তাদেরই সাজে? আমাদের ও যেন কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ। ও কথা এখন চাপা দেওয়া যাক্! (প্রকাশ্যে) চূড়ামণি! এখন কি করা যায় বল? লোকে কথায় বলে, যে “কাজ কর্ম্ম না থাক্‌লে খুড়াকে গঙ্গা যাত্রা” এস আমরা ক্ষেত্রনাথের বিবাহের উদ্যোগ করি, ইহাতে লোকত ধর্ম্মতঃ যশ আছে।

রাম। ভেরিগুড্ (very Good) আমার তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু বাবা সময় বড় খারাপ! আমি চাঁদায় নাই, আগে থাকতে বোলে খালাস, গতরে সব কত্তে পারি। এতে আমার নুকোচুরি নাই।

ক্ষেত্রনাথ। ব্রজ কি মানুষ গা! পেটের কথা টেনে আনে? বোলতে কি ভাই? আমার বয়স হয়েচে সত্য, কিন্তু ও বিষয়ে বিলক্ষণ মনও আছে কেবল অর্থাভাবেই অদ্যাবধি চারহাতে দুহাত হয়নি। যদি পামর বাবু কটাক্ষ করেন, তবে এ সেবকের প্রাণ গতিক মঙ্গল হয় বিশেষঃ।

ব্রজ। ইস! তুমি যে একবারে পাঠশালার পত্র আওড়াচ্ছ। যাহা হউক বাবুর কৃপাতে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। বাবা! তোমার এমন তেরো হাত কপাল যদি না ফলে তবে আর কবে ফলিবে?

ক্ষেত্রনাথ। এ শুভ কর্ম্ম যদি সমাধা হয়, তাহা হলে কাশীতে মন্দির দিলেও এত ফল হয় না। একটা ব্রহ্ম স্থাপন করা হবে।

পামর। ওহে পঞ্চানন! ভাল একটা সম্বন্ধ করে দেও দেখি। ক্ষেত্তরের বিয়েটা দেওয়া যাক, টাকার জন্য কর্ম্ম আটকাবে না, মেয়েটি

যেন ভাল হয়; কিন্তু কিছু রং চাই।

পঞ্চানন। মহাশয়! যেখানে আমি আছি সেখানে রংগের কোন হবে না।

চূড়ামণি। মহাশয়ের এ নবরত্নের সভায় কি রং, ঢং, খুঁজতে হয়? আমরা এক একটী ধনুর্দ্ধর বিশেষ, আমাদের অসাধ্য হেন কর্ম্ম নাই যে পারিনা। যদি অনুমতি করেন, তবে ক্ষেত্তরের বিয়ে আজ রাতারাতি দিয়ে দিতে পারি, তবে এতে কিছু লুকোচুরি কোত্তে হবে, বুঝলে কিনা?

পামর। লুকোচুরিতো একটু চাই হে, লুকোচুরি ছাড়া কি কাজ আছে?

ক্ষেত্র। চূড়ামণি মহাশয়? তোমার মুখে ফুল চন্নন পড়ুক। "শুভস্য শীঘ্রং" আমার আজ যদি হাতে সুতোবাঁধা হয়, সেই বাঁধাতে আমি আপনাদের কাছে চিরকাল বাঁধা থাক্‌বো। ব্রজ! তুমি ভাই একটু মনোযোগী হয়ে কন্যা স্থির কোরে এস, আজই যেন শুভকর্ম্ম শেষ হয়, এর পর বাবুর এ মন না থাক্‌লে সব ফোষকে যাবে।

ব্রজ। বাবা! আমাকে কিছু বোল্‌তে হবে না, আজ তোমার বিয়ে দিয়ে তবে অন্য কাজ। আমি এই চল্লেম।

[ব্রজের প্রস্থান।]

ক্ষেত্রনাথ। চূড়ামণি মশায়! আমি বোধ করি এতদিনের পর আমার বিবাহের ফুল ফুঠলো, প্রজাপতি যে এ নির্ব্বন্ধ কোরেছিলেন এ আমি একদিনও ভাবিনে।

চূড়ামণি। ওহে লুকোচুরি সকলেরই আছে, বিধাতা ভিতরে ২ তোমার এটী লুকোচুরি কোরে রেখেছিলেন। যাহোক এখন ব্রজ ফিরে এলে হয়।

ক্ষেত্রনাথ। মশায়! এদিকে বিবাহের যে ২ বিধি বৈদিক আছে তা, দুটো একটা করুন না, কেন? আগেই কাজ নিকেশ হয়ে থাক্?

চূড়ামণি। সে সব আর কোন প্রয়োজন করে না।

পামর। দুটো একটা হবে বৈ কি? সব ছেড়ে দিলে ক্ষেত্রনাথের মনের মধ্যে জন্মের জন্য ভারি দুঃখ থাক্‌বে।

ক্ষেত্রনাথ। বাবু এমন আর হবেনা!

চূড়ামণি। তবে বৃদ্ধির শ্রাদ্ধটী, গাত্র হরিদ্রা, ও আইবুড়ো ভাত, এই তিনটেই এ সংস্কারের প্রধান। তাহাই করুন।

ক্ষেত্রনাথ। বৃদ্ধির শ্রাদ্ধে আর কোন প্রয়োজন করে না। সে কেবল চোদ্দপুরুষের সন্তোষের জন্য। আমার চোদ্দ পুরুষের আর নাম কোত্তে ইচ্ছা করে না: এখন তোমরা আমার চোদ্দ পুরুষ। তোমরা তুষ্ট হলেই বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করা হবে। কেবল "গাত্রহরিদ্রা" ও "আইবুড়ো" ভাতটি চাই।

পামর। আইবুড়ো ভাতের কোন ভাবনা নাই; উইলশনের হোটেল থেকে এখনি তা আনাতে পারা যাবে, এখন হলুদ কোথা পাই?

চূড়ামণি। মহাশয়! সাত্তুকে খানশামার কাছে জাফরান আছে, তাই একটু মাখিয়ে দেয়া যাক।

ক্ষেত্র। চূড়ামণি একজন লোক বটে, সেই ভাল।—[ক্ষেত্রনাথকে জাফরান মাখান এবং উইলশনের বাটী (Great Eastern Hotel) হইতে একটা বাক্স আনাইয়া সকলের আহারাদি করা]।

পামর। ক্ষেত্রনাথ! এতো ভারি মজা হোলো, তুমিও আইবুড়ো ভাত খেলে, আর আমরা তোমার চোদ্দপুরুষেও খেলেম, এত এক রকম বৃদ্ধির শ্রাদ্ধ প্রায় হোলো।

[ব্রজের প্রবেশ]।

ক্ষেত্র। কি খবর, ইহার মধ্যে কর্ম্ম সমাধা হলো নাকি? কথা কওনা যে? সব মঙ্গল তো?

ব্রজ। খবর ভাল বরসজ্জা কর, আর দেখ কি? লগ্ন দুই প্রহরের সময়, মহাশয়েরা সকলেই প্রস্তুত হন্, আর বিলম্ব নাই; এতে আর কোন নুকোচুরি করে আসি নাই।

ক্ষেত্র। বলি কনেটি কেমন, চল্‌বে তো? না, হাতে জল সরবে না।

ব্রজ। স্থির হও, অত ব্যস্ত হইও না, উতলার কর্ম্ম নয়, দু দণ্ড সবুর করলে দেখে প্রাণ জুড়াবে। কিন্তু বাবা, বিদায়টা যেন বিবেচনা করে দেওয়া হয়। ঘটকালি কত্তে গিয়ে বড় ক্লেশ হয়েছে। বলিবো কি, যেতে একটা হোঁচোট খেয়ে ব্রহ্মহত্যা হতে ২ রয়ে গেছে। কনেটি অদ্বিতীয়, তার কথা আর জিজ্ঞাসা কি কররে? রূপে গুণে এমন মেয়ে পাওয়া ভার। কিন্তু একটা বাজ্‌না বাদ্দি করে গেলে ভাল হয় না? নুকোচুরিতে দরকার কি?

রাম। আর বাজনায় কাজ নাই, অম্‌নি ভাল! "বড়তো বে তার দুপায়ে আল্‌তা", এখন চার হাত একত্র হলেই আমরা নিশ্‌চিন্দি হই। চলুন আমাদের সব বেরুনো যাক্, আবার যেতে হবে অনেকটা, আর দেরি করা উচিত নয়।

ক্ষেত্র। হাঁ বাপ সকল। তোমরা উঠ, আর বিলম্বের প্রয়োজন কি?

চূড়ামণি। আরে যদি এ জন্মের মত আইবুড়ো নামকে বিসর্জ্জন দিয়া চল্লি, তবে একটু ২ পাকা মাল টেনে নে, কিসের জোরে জুজ্‌বি?

[সকলের এক ২ গেলাস ব্রাণ্ডিপান ও তদনন্তর বর লইয়া যাওন)

পামর। কেমন হে আর কত দূর ?

ব্রজ। আজ্ঞে আর বড় দূর নাই, হাড়ি পাড়ায় বিশেহাড়ির পগারের ধারে সন্ন্যাসি কোলু থাকে, তারি বাড়ির ভিতর অজ্ঞাত কুলশীলা একটি ব্রাহ্মণের কন্যা আছে। তাহার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া পত্র করিয়াছি, আপনারা চলে চলুন (ক্রমে সকলের কোলুর বাড়ি উপস্থিত, কোলু যৎপরোনাস্তি অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল, ও যথা যোগ্য সমাদর করিল, পরে রাত্রি এগারোটা বাজিতে কোলু বলিল।)

কোলু। মহাশয় আমার বলিতে ভয় হয়, কিন্তু পুরুষানুক্রমে একটা প্রথা আমার বাড়ি বিয়ের সময় প্রচলিত আছে, তাহা না হইলে আমাদের মনে বড় আক্ষেপ থাকিবে। আপনারা সকলে মহাশয় লোক, আজ আমার কি সুপ্রভাত, যে আপনাদের পদধুলি আমার বাটীতে পড়িল, এখন আমার মনস্কামনা সিদ্ধি করিলে কৃতার্থ হইব।

পামর। তোমার কি প্রথা আছে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে আমরা অবশ্যই করিব, ইহাতে আর লুকোচুরি কি ?

কোলু। আজ্ঞা এমন কিছু নয় কেবল বরকে বিবাহের অগ্রে তিন গ্লাস সিদ্ধি খাইতে হয়, ও বরযাত্রীরা যদি অনুগ্রহ করিয়া খান তবে আরো ভাল।

পামর। তাহাতে আমাদের কিছু মাত্র বাধা নাই, তুমি সচ্ছন্দে দেহ, আমরা অম্লানমুখে পান করিব, এই লুকোচুরি ?

(অনন্তর সকলের সিদ্ধি পান)

ক্ষেত্র। চূড়ামণি। আছো, না মরেছো ?

চূড়ামণি। না থাকার মধ্যেই বটে, যা আছি তা দানো পেয়ে

আছি !!! সিদ্দিটে বড় জোর করেছে।

ক্ষেত্র ! চূড়ো বাবা ! আর যে কিছু দেখ্‌তে পাইনে ?

চূড়ামণি। তবে তোর সময় হয়ে এসেছে, হরিনাম কর, বিয়ের সময় এরকম সকলকারই হয়, তার জন্য কিছু চিন্তা নাই !

(ক্রমে ক্ষেত্রের নেশা, ও তদন্তর তাহাকে আল্কাত্‌রা মাখিয়ে তুলা লেপন, ও হরেক রকম সজ্জা করে দেওন, পরে সন্ন্যাসি কোলুর কন্যার সহিত বিবাহ ও বাসর সজ্জা, এইরূপে নিশি অবসান হইলে ক্ষেত্রের চেতন হওয়াতে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল যে বিবাহ হইয়াছে কি না ? কন্যে উত্তর করিল হাঁ এক রকম সকলের অনুগ্রহে চার হাত একত্র হইয়াছে।)

ক্ষেত্র। আমার গাটা পিট ২ করছে কেন ? ব্রজ তো লুকোচুরি করেনি ?

কনে। তোমাকে সকলে আহ্লাদ করে বরসজ্জা করে দিয়াছে, তাহাতেই বোধ হয় গাটা পিট ২ করছে, এখনো রজনী আছে তুমি কিঞ্চিৎ আরাম কর, পরে গাত্র ধৌত করিলে পিটপিটিনি যাইবে।

ক্ষেত্র। (আমাকে তবে এরা সং সাজিয়ে রং করেছে। ছি ! ছি ! ওমা আমি কোথা যাবো ? এ কালামুখ কাকে দেখাব ? আবার ইনি আরাম করতে বলেন, আর দেইনি অমনি ভাল, এখন ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি)। আমার সঙ্গে যাহারা আসিয়া ছিলেন তাঁহারা কোথায়, এবং তুমি কে ?

কনে। প্রাণনাথ, আমি সন্ন্যাসি কোলুর কন্যা, গত রাত্রিতে তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, আর যাহারা তোমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাহারা সকলেই গিয়াছেন, বোধ হয় অন্য বর কন্যে লইতে পুনরায় আসিবেন।

ক্ষেত্র। হা ভগবান! তোর মনে কি এই ছিল! যে বংশে কখন কলঙ্ক হয় নাই, যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, যে রোগের ঔষধ নাই, তাহাতেও আমাকে মগ্ন করাইলে। হায় হায়! পিতা, মাতা শুনিলে কি বলিবে! আমার মত অভাগা ত্রিজগতে নাই; কথায় বলে "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু" তাই কি আমার হাতে ২ ফল্লো, এক্ষণে অসীম দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলাম। হা বিধাতা! আমি এত দিনের পরে পতিত হইলাম, পিতা মাতার হৃদর বিদীর্ণ হইবে: যে পিতা মাতা আমাকে চিরকাল যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়াছেন ও যাবজ্জীবন যাহাদের স্নেহের অধিগামি; আজ নেশাতে অবশ হইয়া তাঁহাদের কুলে কালি দিলাম। ধিক্ ধিক্ এ প্রাণে! এখন কি করি যাই বা কোথায়? আর এ বিবাহিতা নেজুড় বা রাখি কোথা? অদ্যাবধি প্রেম বাক্য কহিব না, প্রেমের নাম উচ্চারণ করিব না, প্রেমিকের সহিত আলাপন করিব না, প্রেম করিতে গিয়া দেশে মুখ দেখাইবার উপায় রহিল না। হা পোড়া প্রেম! তোর মুখে ছাই! যে প্রেম জগত্‌কে প্রফুল্লিত করে, যাহার নামে মনুষ্যের লোমাঞ্চিত হয়, আজ সেই প্রেম আমার নিকট বিষের অধম হইল "প্রেমোব্রত আজ আমার হলো উজ্জাপন" এখন যাই আর ভাবলে কি হবে? যা হবার তা হয়ে গেছে! আচ্ছা লুকোচুরি করেছে।

কনে। প্রাণনাথ আমায় ছেড়ে যাবে কোথায়?

ক্ষেত্র। কালামুখির আদর দেখে যে আর বাঁচিনে, এত ঢলাঁলি তবু তোর মনের সাদ মেটে না, রঙ্গ দেখে যে বাঁচি না, এখন আর কাজ নাই, খেমা দেও, লুকোচুরি ধরিচি !!

কনে। প্রাণনাথ তুমি যেখানে যাইবে আমি তোমার সঙ্গে ২ যাইব, যারে ধন, মন প্রাণ, সব সমর্পণ করিয়াছি, তারে কি আর এক দণ্ড

ছেড়ে থাক্‌তে পারি ? আমি আর কোন মুকোচুরি কচ্চিনে।

ক্ষেত্র। (স্বগত) ভাল আপদ এ যে নেকড়ার আগুনের মত ছাড়ে না। কি করি, আজ্‌কের মত এখানে থেকে রাত্রে বারাণসী গমন করিব। এত দিনের পর আমার বিয়ের সাদ্ মিট্‌লো আর মুকোচুরি যা হবার তা হদ্দ হলো !

(পরে ক্ষেত্রের রাত্রে পলায়ন ও কাশীধামে গমন।)

এখানে পামর, চূড়ামণি প্রভৃতি সকলে বড় খুসিতে স্ব ২ গৃহে গমন করিয়া আহ্লাদে আট্‌খানা হইলেন। মজার চূড়ান্ত হইয়াছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে ক্ষেত্তরের জাত গেল। চূড়ামণি বলিলেন, "যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম" দুদিন ঘরকন্না কত্তে ২ বেশ মিল হয়ে যাবে তার সন্দেহ নাই, কেননা আমার পিতামহের প্রায় এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল অথচ তিনি অতি সদ্ভাবে গৃহকার্য্য ও সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিয়া সন্তানাদি রাখিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। জীবদ্দশায় বিস্তর মুকোচুরিও করে গেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কলিঘোর

রমণী পতির হিতে সদা দিবে মন।
অমূল্য সতীত্ব ধন করিবে রক্ষণ॥
ইহা হতে সংসারির কিবা সুখ আর।
সুখের সংসার মনোমত ভার্য্যা যার॥

কামিনী। ওলো আর শুনিছিস্। এবার কলি উল্‌টে গেল ! মুকোচুরি রইলো না।

সৌদামিনী। পোড়াকপাল্! শুন্‌বো আবার কি? শোনবার কি আছে তা শুন্‌বো!

কামিনী। অবাক্ সে কিলো আমাদের গঙ্গামণির মেয়ের যে কাল রেতে বে হয়েছে তা কি শুনিসনে? লুকোচুরি বেরিয়ে পড়েছে!

সৌদামিনী। না তাই আমায় কেও বলে কয় নি, কি করে শুন্‌বো, বল্‌তে কি বোন, যে সময় পড়েছে, তা এক দণ্ড সুস্থির নই, যে তোদের কাছে গিয়া তুটো কথা কই; এমনি মাগ্‌গি গণ্ডার সময়, তায় পোড়া চেলে আগুন নেগে গেছে, তাই ভাব্‌তে ২ আমাদের কত্তাটি একেবারে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছেন।

কামিনী। মরণ আর কি! তোর আবার ভাব্‌না কিসের? কথায় বলে "খাওয়া জানে বাবা জানে," তা আমাদের যারা বে করেছে তারাই ভাব্বে, আমাদের কি বয়ে গেছে? এখন সে যা হোক বোন, কালরেতে বড় রং হয়েছে, কোথা হতে একটা আগড়ভম্ বর ধরে এনে রাখালির বে দিয়েচে, আর পোড়া বর রাত পোয়াতে না পোয়াতে পালিয়ে গেছে, শুন্‌তে পাই, বরটি নাকি ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, কুলিন, আর পোড়া কি তার নামটা মনে আসে না, বলদের না কি, বাবা ঠাকুরের সন্তান।

সৌদামিনী। অবাক্! (গালে হাত দিয়া) ও মা আমি কোথায় যাবো ২! দূরঃ ২ তা কি কখন হয়, কোলুতে আর বামুনে কি বে হয়? আজ পর্য্যন্ত বিধবার বে স্বচ্ছন্দক্রমে দিতে পারলে না তা অন্য জেতে বে দেবে; এখনো চন্দ্র সূর্য্য উদয়; আর রাত দিন হচ্ছে, এ কি হতে পারে? তাই বুঝি কাল রেতে ভাল করে ঘুমুসনে, তাই বুঝি স্বপ্ন দেখেচিস্?

কামিনী। তা বল্‌বি না তো আর কি? যদি বল্লে না পিত্তয়

যাস তবে রাখালির মার বাড়ি গিয়ে জেনে আয়।

সৌদামিনী। যাই ভাই, বেলা হয়েছে, ঘরকন্না দেখ্‌তে হবে, এর পর খেয়ে দেয়ে ওবেলা রাখালির মার কাছে যাব। এরা এমন কর্ম্ম কেন কল্লে, এদের ঘাড়ে কি ভূত চেপেছিল, না টাকার লোভে করেছে? বরটী কেমন, দেখ্‌তে ভাল তো?

কামিনী। ও কথা আর জিজ্ঞাসা করিস্‌নে। বরটি বেঁটে সেটে, কয়লা চেঁটে, পেট্‌টা নেয়ো, চক্ষু বেরিয়ে পড়েছে। দুপায়েতে গোদ, সামনে টাকার ঝুলি, আবার "সব গিত্‌হরে নিল কুতো গিরি দাসে," এদিকে কি করবে পোড়া গোঁপে মেরে রেখে দিয়েছে। মাইরি বোন্‌ ঠিক যেন মুড়ো খেংরা গাছটা। রূপে গুণে মূর্ত্তিমান এমন ছেলে পাওয়া ভার!

সৌদামিনী। ওমা ছি, ছি, ছি!! এরা কি চোকের মাথা খেয়ে বে দিলে, কলি যে সত্যি ২ উল্‌টে গেল, এখন হাতের লোহা গাছটা হাতে রেখে মলেই বাঁচি, অবাক্‌ কলি পাপে ভরা, দেখে শুনে অবাক্‌ হয়ে গেছি, তোর কথা শুনে বোন আমার পেটের ভাত চাল হচ্ছে। এখন যাই ভাই, একি শোনবার কথা তা শুন্‌বো, না জানি এর পর আর কত হবে, এখনি এই, অবাক্‌ করেছে বোন্‌। কলিঘোর হলো যে; এ লুকোচুরি যে তাহদ্দ হোলো।

চতুর্থ অধ্যায়

পুলিশ বিচার।

ভাবী না ভাবিয়া লোকে কুকর্ম্ম করিয়া।
পাপের সন্ত্রাসে হয় আকুল ভাবিয়া ॥
করিবে যে কার্য্য পূর্ব্বে বিবেচনা তার।
তাহা হলে কভু নহে ভাবনা অপার ॥

প্রাতঃকাল, বসন্তের সময়, আকাশ নীলবর্ণ, মন্দ ২ বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষে নব ২ পল্লব হইয়াছে, তরুলতাদির ফল ফুলের চারিদিকে সৌরভ ছুটিতেছে, ভ্রমর সকল গুন ২ করিয়া রব করিতেছে, কোকিল কুহু ২ ধ্বনি করিতেছে, মধ্যে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া রাস্তা ঘাট সকল ভিজিয়া গিয়াছে। চাষিরা নিজ ২ কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কোলুরা ঘানি যুড়ে দিয়েছে, ব্রাহ্মণেরা প্রাতঃস্নান করিতে যাইতেছে, ছেলেরা পাঠশালায় যাইতেছে, দোকানি পসারিরা রাম বলিয়া গা ঝেড়ে ঝাঁপ খুলিতেছে, ভারিরা জল তুলিতে আরম্ভ করিতেছে, নাপিতেরা খুর ভাঁড় বগলে করিয়া বেরিয়াছে। সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিক আলো করিয়া উঠিতেছে, এমন সময়ে ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণির বাসার দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন ও মাঝে ২ এক টিপ নস্য নিয়া ভাবিতেছেন যে কি করি? কোথা যাই? যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহাতে আমার ইহকাল নাই পরকালও নাই। চূড়ামণির বাসা সোনাগাজির শিবি গোয়ালিনির বাটিতে ছিল। তিনি স্নান করিয়া পূজা করিতে ২ এক ২ বার ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, কখন বা নিকটবর্ত্তী বেশ্যাদিগের রূপ লাবণ্য দেখিতেছেন। মন সদা অস্থির, একাগ্রচিত্ত না হইলে পূজাশ্রয় সকল উত্তমরূপে সমাধা হয় না। তাঁহার মনে নানা রকম ভাব উদয়

হইতেছে, সুতরাং ঔষধ গেলার মত পূজার কাজ সারিয়া ক্ষেত্তরের নিকট আসিয়া বলিলেন; তবে ভায়া। কেমন বিবাহ হলো তা বলো? লুকোচুরিটে কি টের পেয়েছে?

ক্ষেত্র। মহাশয়ের অগোচর কিছুই নাই, তবে কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেন?

চূড়ামণি। সে কি, আমি তো কিছু জানিনা বল্‌তে কি? কাল রেতে মাথা ধরে ছিল, তা যেমনি পড়েছি অমনি মরেছি, কিছুই সাড় ছিল না।

ক্ষেত্র। বেশ বাবা এত অসাড়! এর ঔষধ অসাড়ে জল সার।

চূড়ামণি। ও কি হে? আমার আস্তানায় কার মুখ দেখা যায়।

ক্ষেত্র। বুঝি কোন ভাসা কাপ্তেন নোঙ্গর তুলেছে, তাই পাইলট (Pilot) খুঁজতে বেরিয়েছে।

চূড়ামণি। তোমার কল্যাণে তাই হোক। আমার সময় বড় খারাপ। খরচ বেশী আয় কম, এ সময়ে এক-আদটা কাপ্তেন পেলে বড় উপকার হয়। আর লুকোচুরিতে কাজ কি?

চূড়ামণি। কে হে তুমি?

সন্ন্যাসি কোলু। আজ্ঞা আমি! মহাশয়দের দর্শন না পাইয়া নিমন্ত্রণ পত্র দিতে আসিয়াছি; পুলিশের লোক। ইহারা ফৈরাদি, তোমার কার্য্য তুমি কর, আমি চেড়িয়ে পড়ি, জামাই কিছু মনে করোনা বাবা? আর লুকোচুরি রইলো না।

(পুলিশের লোকেরা দুই জনকে ধৃত করিয়া লইয়া গেল, পরে থানায় এজেহার লইয়া জামিন অভাবে তাহাদের বেনিগারদে রাখিল। পর দিবস পুলিশে লইয়া একপার্শ্বে বসাইয়া রাখিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসেন নাই, সুতরাং অপেক্ষা করিতে হইল।)

পুলিশ জম ২ করিতেছে, লোকে থই ২ করিতেছে, দালাল উকীল এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে, কেরানিরা বই হাতে করে এঘর ওঘর করিতেছে, সারজন, ইনস্পেক্টর সব দ্বারে ২ বসিয়া আছে; ছোটলোকে পোরা, মামলার তদ্বিরে কৌশল চলিতেছে ও কেরানি মহলে রকমারি বকসিস্ চলিতেছে। ক্রমে দুই প্রহর বাজিলে মাজিষ্ট্রেটের বগি গড় ২ করিয়া পোরটিকোতে (Portico) আইল। সারজনেরা টুপি খুলিয়া সেলাম বাজাইল; সাহেব কোনদিকে নজর না করিয়া বরাবর উপরে গিয়া বেঞ্চে বসিলেন। কেরানি কেস উঠাইল, কাহার জরিমানা, কাহার বেত্রাঘাত, এইরূপে বেলা একটার পর ক্ষেত্রনাথ ও চূড়ামণিকে সামনে হাজির করিলে ইনটরপ্রেটর (Interpreter) জিজ্ঞাসা করিল "আসামি হাজির"। অমনি সন্ন্যাসি কোলু সামনে গিয়া সেলাম করিয়া বলিল, "হাজির হুজুর"। মাজিষ্ট্রেট বাঙ্গালা না জানাতে প্রায় কথা কন না। মামলা মকদ্দমা সুতরাং সকলই ইনটরপ্রেটরে করে। বরং কলিকাতা ভাল, মফঃস্বলে কোন ২ মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের রাম রাজত্ব। তাহারা চেয়ারে পা তুলিয়া চুরট খাইতে ২ খবরের কাগজ পড়েন ও মাঝে ২ জিজ্ঞাসা করেন "আব কেয়া হোতা হ্যায়" ইস্তোর অঞ্চলে কোন বাঙ্গালি ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কাছারি করিতেছেন, চারিদিকে আমলা পেস্কারে পরিপূর্ণ, সেরেস্তাদার ফয়সলা পড়িতেছে, সাহেব চুরোট খাইতে ২ খবরের কাগজ ও হোম লেটর (Home letter) পড়িতেছেন ও মধ্যে ২ আচ্ছা বলিয়া আসর সরগরম করিতেছেন; পেয়াদারা এক ২ বার হুঙ্কার দিয়া চুপ ২ করিতেছে। এমন সময়ে এক বরকন্দাজ একটা ইন্দুর ধরিয়া সাহেবের নিকট আসিয়া বলিল, খোদাবন্দ এক চুয়া পাক্‌ড়া গিয়া হায়, ইননে বরাবর আদালতকা কাগজ ওগজ খানে-

খারাপ কিয়া ! সাহেব না দেখিয়া হুকুম দিলেন বহুত আচ্ছা, "ছয় মাহিনা ফটক দেও" আর বোলো এসা কাম মত্ করে, বরকন্দাজ বলিল, খোদাবন্দ এ বড়া তাজ্জিব কা বাত্ হায়. এ তো চৌট্টা নেই, এ চুয়া হেয়, সো এনকো হাম কিসিতরে ফটক দেঙ্গে। সাহেব রাগান্বিত হইয়া বলিল "সুয়ার ! এ বাত হামকো পহেলা কাহে নেই বোলা ? যাও, বে কশুর খালাস, আর তোমারা দশ রূপেয়া জরিমানা।"

অনন্তর ক্ষেত্তরের ও চূড়ামণির কেস উঠিলে সন্ন্যাসি কোলু এজেহার দিল, যে চূড়ামণির পরামর্শে ক্ষেত্র তাহার বিবাহিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছে,তজ্জন্য সেই সতী লক্ষ্মী অন্নাভাবে মারা যাইতেছে সাহেব বিচার করিয়া ক্ষেত্তরের আয় ব্যয় বিবেচনা না করিয়া তাহাকে মাসিক দশ টাকা খোরাকি আদালতে জমা করিয়া দিতে হুকুম দিলেন।

ক্ষেত্র। চূড়ামণি মহাশয়। এ কি বিচার ? আমার এমন যো নাই, যে পিতা মাতাকে অন্ন দি, এখন উপায় কি ? এ যে গোদের উপর বিষফোড়া ?

চূড়ামণি। সকলি গৌরের ইচ্ছা, এখন তুমি আপনার পথ দেখ আর কি ? কলকেতার জল বাতাস তোমার সইলো না, তুমি পাড়া গাঁ অঞ্চলে পালাও।

ক্ষেত্র। চূড়ামণি মহাশয় তুমি একটি ভুষণ্ডী, অথচ তোমার গায়ে আঁচড় পড়ে না, আমি জন্মাবধি কখন কাহার মন্দ করি নাই, কিন্তু কি পোড়া কপাল ! আমার একদিনও সুখে গেল না ? ভগবানের নাম আমি ত্রিসন্ধ্যে করি. বোধ করি, তাই বিধাতা আমার জন্য সকল ক্লেশ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। এইতো আরম্ভ, না জানি আরো

কত আছে ! আমার এক একবার ইচ্ছা হয় আত্মঘাতী হই। পিতা মাতা বাল্যকালাবধি আশা করিয়াছেন যে তাহারা মলে আমি এক ২ গণ্ডুষ জল দিব, সে আশা বুঝি এতদিনের পর নৈরাশ হলো। শুনেছি সকল পাপের পরিত্রাণ আছে, আমার কি পাপের পরিত্রাণ নাই ? হা ভগবান ! আমি অসীম দুঃখ সাগরে মগ্ন হইয়াছি, আমাকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করুন, আমি তোমারি, নাথ ! আমি চিরকাল তোমারই।

চূড়ামণি। ক্ষেত্র ! আর ভাবিসনে ? ভাবলে কি হবে বল ? আমি যদি ভাবি তা হলে ভাবনার সমুদ্রে পড়ি, তার আর কুল কিনারা নাই ; ও সব কি পুরুষের কাজ ? যত দিন বেঁচে থাকিস মজা কর, আর হেসে খেলে নে।

ক্ষেত্র। সব সত্যি বটে, কিন্তু মনে সুখ না থাকিলে কিছু ভাল লাগে না।

পঞ্চম অধ্যায়

রাখালির খেদ।

বিদ্যার অপেক্ষা আর কি আছে ধরায়।
যাহার প্রভাবে সবে সদা মান চায় ॥
ধর্ম্ম জ্ঞান আদি লভে সবে বিদ্যাবলে।
তাই বলি বিদ্যালাভ করহ সকলে ॥

রাখালি, সন্ন্যাসি কোলুর কন্যা, বয়স দশ বৎসর, দেখতে বেঁটে সেটে, শামবর্ণ, পেট্রা জালার মত, পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত মাথার উপরে কৃষ্ণচূড়ার খোপা বাঁধা, শীতকাল সুতরাং ছিটের বুটোদার দোলাই

গায়ে দিয়ে মুড়কি অঞ্চল হইতে খাইতেং পাঠশালায় যাইতেছে, এমন সময় কতকগুলি সমবয়সী বালিকা তাহাকে উপহাস করিয়া বলিল, কিরে রাখালি! তোর বাপ্ নাকি একটা নিমতলার ভূতের সঙ্গে আল্‌গোচা রকমে বেলঘোরে নেগিয়ে তোর বে দিয়ে এনেছে? আবার পোড়া ভূত নাকি, বে হোতে না হোতে দানো পেয়ে পালিয়ে গেছে? এর ব্যাপারটা কি তা বল দিকি শুনি? আর লুকোচুরিই বা কি?

রাখালি। কে জানে ভাই? বাবা টাকার লোভে পণ পাইয়া আমার রাতারাতি বে দিয়েছে, সত্য বটে। কিন্তু স্বামী বিবাহের পর আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ও বাবা তাহার সহিত মকদ্দমা করিয়া দশ টাকা খোরাকি পাইয়াছেন। আমাদের দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বস্ত্যান করিতেছেন, ও ব্রজ ঘোষাল বিল্লপত্র দিতেছেন, বোধ হয় আবার পুনঃ স্বামী লাভ শীঘ্র হবে, নতুবা ব্রাহ্মণদের সোস্তেন মিথ্যা, সালগেরাম মিথ্যা, ও পইতে মিথ্যা, তোরা ভাই বল, আমি যেন পুনর্ব্বার সেই পতিকে পাই। এই বলিতে, তাহাকে সকলে ঠাট্টা করিয়া হাস্যাস্পদ করিয়া বলিল, "এর ভেতর ঢের লুকোচুরি আছে"। রাখালি অতি উত্তম বালিকা, লেখা পড়ায় যত্ন আছে, পিতা মাতাকে স্নেহ ভক্তি, ও অন্যান্য গৃহ কার্য্য সকল উত্তমরূপে করিত। অনন্তর পাঠশালায় প্রত্যাগমন কালীন সকলে ঠাট্টা করাতে তিনি বাটিতে আসিয়া রোদন করিতেছেন, এমত সময়ে তাহার মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাছা কে কি বলেছে?

রাখালি। মা! আমার আর বাঁচতে সাধ নাই! আমাকে আজ সকলেই ঠাট্টা বিদ্রুপ করিয়াছে, টাকা কি-ছার জিনিস। মা! তুমি টাকার জন্য আমার কুল শীল যৌবন সব বিসর্জ্জন দিলে? হায়রে

টাকা! তোমার অসাধ্য হেন কর্ম্ম নাই যে হয় না। আমি আর পাঠশালায় যাবো না, এমন বে দিলে যে লজ্জায় মুখ দেখান ভার। ছি ছি মরণ ভাল! কেন মা তুমি লুকোচুরি করেছিলে?

রাখালির মাতা। কেন বাছা? এমন কি কার হয়নি, যে তোমার নতুন হয়েছে? তা ওর জন্য আর ভাবনা কি? তুই আবার ভাতার পুত নিয়ে যখন ঘরকন্না করবি তখন তোর দেখে সকলের চোক্ টাটাবে; জামাই এলো বলে, তার ভাবনা কি, সবুর কর, সবুরে মেওয়া ফলে।

রাখালি। মা আমার আর কিছু সাধ নাই! আমার সকল আশা নিরাশ হয়েছে, এখন মৃত্যু হলেই বাঁচি, আর কিছুতে কাজ নাই! পৃথিবি! তুমি দোফাঁক্ হও, আমি তোমার ভিতর যাই!

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইয়ং বেঙ্গালের স্ত্রী ব্যবহার।

দেশাচার দোষ কিসে দূরীভূত হবে।
উচিত তাহাতে হও সচেষ্টিত হবে॥
যে দেশে জনম কর সমুজ্জল তার।
তবেত হবেই যোগ্য মানব সভার॥

সায়ংকাল উপস্থিত, সূর্য্যদেব পদ্মিনিকে পরিত্যাগ করিয়া দিবার সহিত পশ্চিমাচলে পালাইতেছেন, পশু পক্ষি সকল নিজ ২ বাসায় যাইতেছে, আকাশে নক্ষত্র নিকর হীরক খণ্ডের ন্যায় দীপ্তী প্রকাশ করিতেছে, চতুর্দিক নিস্তব্ধ কেবল কোলুর ঘানির শব্দ ও মধ্যে ২ ঝিঁ ঝিঁ পোকার রব শুনা যাইতেছে। এমন সময়ে পামরলাল বাবু

তাঁহার আহীরীটোলার বাটির ছাদের উপরে গিয়া ঈশ্বরের সৃষ্টির শোভা দেখিতেছেন। গঙ্গার উপরে চন্দ্রের আভা যেন বায়ুহিল্লোলে নৃত্য করিতেছে, দেখিয়া পামর বাবুর মন পুলকিত হইল। তিনি পাঁটরার বংশীধারী ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রী অতি সাধ্ব্যা এবং পরমাসুন্দরী। স্বামীর সুখে সুখী, ও স্বামীর দুঃখে দুঃখী, স্বামীর জন্য যদি অন্ন জল ত্যাগ করিয়া পথের কাঙ্গালিনী হইতে হয় তাহাতেও তিনি প্রস্তুত, কিন্তু পামর বাবুর তাহার প্রতি ততটা ছিল না; ইহা অতি আক্ষেপের বিষয়। ভালবাসা উভয়তঃ না হইলে প্রকৃত প্রেম হয় না। পামর বাবু বিবাহ পর্য্যন্ত কখন স্ত্রী অনুরাগি হয়েন নাই; অথচ স্ত্রী তাহার প্রতি বিরাগ না হন, তাহা সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। তিনি বিবাহের পর পর্য্যন্ত স্ত্রীর সহিত উত্তমরূপে বাক্য আলাপ করেন নাই, সুতরাং স্ত্রী যে কি বস্তু তাহা তিনি জানিতেন না। এ বিষয়ে তিনি পাষণ্ডস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সংস্কার ছিল যে বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর যত্ন করিবে; এবং যাহাতে স্বামী ভাল থাকেন, ও সুখী হয়েন, তাহাই তাহাদের সম্পূর্ণরূপে চেষ্টা করা উচিত। স্বামীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে স্ত্রীর ভাত কাপড়ের অনটন না হয়; কিন্তু স্বামীর স্ত্রীর প্রতি কি কর্ত্তব্য তাহা তাহার কিছু জ্ঞান ছিলনা। এদানী ইয়ং বেঙ্গাল্ নামে নব্য দলেরা প্রায় এই রূপ সকলেই, তবে শতের মধ্যে একটা ভাল থাকলেও থাকতে পারে।

পামর বাবুর স্ত্রী পাপ কাহাকে বলে তাহা জানেন না, মন্দ কথা ও পরের অমঙ্গল কখন চেষ্টা করেন নাই, পরনিন্দা, পরপীড়া কথা সকল তিনি জানিতেন না, অথচ যাবজ্জীবন সকল পার্থিব সুখে বঞ্চিত ছিলেন। ভাল খেলে আর ভাল পরলে তো সুখী হয় না? ধনেতে কিম্বা গহনাতেও সুখী করে না। সুখ একটী স্বতন্তর বস্তু; ইহাকে

সাধিলে সিদ্ধ হয়, নচেৎ হয় না। অনেক রাজার রাণীর সুখ নাই, কিন্তু পথের কাঙ্গালিনীর সুখ আছে। মনের মিল ও আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে প্রায় সুখী হয়। স্বামীর জীবদ্দশায় পামর বাবুর স্ত্রীকে প্রায় বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সে দুঃখে দুখী হইতেন না, স্বতত: পরতঃ কেবল তাঁহার স্বামীর সুখ অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি অতি বুদ্ধিমতী ও ধৈর্য্যাবলম্বিনী ছিলেন, একারণে তাঁহার স্বামীর বোধ হইত না যে তিনি সদা সর্ব্বদা অসুখী থাকিতেন। তাঁহার স্ত্রী এক একবার মনে করিতেন যে তিনি জন্মান্তরে না জানি কত পাপ করিয়াছেন, নতুবা এত ক্লেশ কেন ভোগ করিতে হইবে। অবলা নারীর দুঃখের উপায় কিছু নাই, কেবল মাত্র ভগবান! সকলি তাঁহার ইচ্ছা, যদি ক্লেশ পাইলে পরে মঙ্গল হয় তো হোক, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন।

ভারতবর্ষের হিন্দু মহিলাগণের দুঃখে ভাবিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমরাতো সামান্য মনুষ্য, বোধ করি প্রকাশ করিয়া বলিলে পাষাণও ভেদ হয়। এদানী আমাদিগের নব্য বাবুরা ইংরাজদিগের নকল করিতে গিয়া কেবল তাহাদের অধিকাংশ দোষ প্রাপ্ত হন, গুণ প্রায় অল্প লোকে পান। ইহা অতি সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। ইংরাজেরা তাহাদের স্ত্রীর সহিত সর্ব্বদা সহবাস করিয়া প্রকৃত প্রেম লাভ করে। তাহারা যেখানে যায় প্রায় আপনাপন স্ত্রী সমভিব্যাহারে থাকে। ভাই ভগ্নি ও পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে। আমরা কেবল তাহাদের মদিরিকা পনের নকল প্রাপ্ত হইয়াছি, আর কিছু নয়। অনেকেই সাহেব হতে ইচ্ছা করেন, তাহা মুখে না বলিয়া কাজে করিলেই বড় সুখজনক হয়। অদ্যাবধি আমাদের স্ত্রীশিক্ষা উত্তমরূপে হয় নাই, বাল্যবিবাহ নিবারণ হয় নাই, বিধবা বিবাহও প্রচলিত হয়

নাই ; তবে আমরা কি প্রকারে ইংরাজদিগের সহিত তুলনা দিব ? ইংরাজেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। "যেমন পোড়ারমুখো দেবতা তেমনি ঘুঁটের পাঁষ নৈবেদ্য"। যেমন আমাদের বুদ্ধি তেমনি আমাদের পুরুষানুক্রমে চাল জুটেচে ; সুতরাং যেমন "মিছে কথা ছেঁচা জল" থাকে না, তেমনি ইংরাজদের নকল করিতে গেলে আমাদের নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। এ বিষয়ে অধিক লেখা হইয়াছে, ও এখন অনেক লেখা যায়, কিন্তু আমরা স্থানাভাবে ক্ষান্ত হইলাম। সত্য বটে যে সকল দেশে, সকল জাতে, দোষ গুণ আছে ; কিন্তু আমাদের বলিবার তাৎপর্য্য যে বাঙ্গালিদিগের দোষ অধিক, গুণ কম, বরং সাবেক রকম ছিল ভাল, ইদানী নব্য দলের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল ; যাহাদিগের ঘরে অর্থ আছে তাহাদিগের ছেলেরা প্রায় "আলালের ঘরের দুলালের" মতিলালের মত ; মধ্যবিত্ত লোকেদের ছেলেরা অনেক ভাল, এবং তাহাদের গুণও আছে ; ঈশ্বর করুন ইহাদের দল দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি হউক।

সপ্তম অধ্যায়

বিদ্যারত্নং মহাধনং

না বুঝিয়া দেখি লোকে মোহিত হইয়া।
বিগর্হিত কার্য্য করে কুকর্ম্মে মজিয়া॥
জ্ঞানের উদয় হয় যখন অন্তরে।
পাপ পরিহর জন্য স্মরে পরাৎপরে॥

রজনী ঘোর অন্ধকার, আকাশ মেঘে পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ

চিক্‌মিক্‌ করিতেছে, ও গুড় ২ গুড় ২ করিয়া ডাকিতেছে, বৃষ্টি ফোঁটা ২ পড়িতেছে, নিকটবর্ত্তী লোক চেনা ভার, ঝড় বাতাস বেগে বহিতেছে, বৃক্ষ সকল দোদুল্যমান, গঙ্গার তরঙ্গ সকল নানা রঙ্গে কল২ ধ্বনিতে নৃত্য করিতেছে, মাঝিরা নৌকা সামাল ২ করিতেছে, কীট পক্ষি পতঙ্গ সকল নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। পামর বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন ও বলিতেছেন, গদাধর! আজকের রকম তো বড় ভাল নয়, আমার মনে নানা রকম ভাব উদয় হইতেছে, বুঝি আর লুকোচুরি থাকে না!

গধাধর। ঈশ্বরের সৃষ্টি অদ্ভুত, এবং তাঁহার মহিমা অপার! দেখুন একেবারে হঠাৎ ঘোর করিয়া বৃষ্টি আইল ইহার পূর্ব্বে কিছু জানা গিয়াছিল না; বোধ হয় আপনার কড়্‌মড়্‌ শব্দে ত্রাস হইয়া থাকিবে, অন্য কিছু নয়।

পামর। ওহে সে ত্রাস নয়; আমার কেমন মন অস্থির হইতেছে, এই ভয়, পাছে কোন দুর্ঘটনা হয়, না হবার কারণ নাই, আমি বড় পাপী, আর ঢের লুকোচুরি করিয়াছি, তজ্জন্য এখন আমার সন্তাপ হইতেছে।

গদাধর। মহাশয়! পাপী যদি বলিলেন তো সে আমি; আমি কি ছিলাম আর কি হোলেম !!! ঈশ্বর আপনাকে ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করাইয়াছেন, আপনার পাপ কিসে? তিনি যাহাদের ভাল বাসেন তাহাদের মঙ্গল করেন, সুতরাং আপনি পাপী হইলে ঈশ্বর সানুকূল হইতেন না।

পামর। ধন আর ঐশ্বর্য্য থাকিলে কি ধার্ম্মীক ও সুখী হয়; তা নয়, আমি অনেক পাপ করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলে যদি কিছু শান্তি হয় তো বলি।

গদাধর। ঈশ্বর মঙ্গলময় ও সর্ব্ব সুখদাতা, আপনি সন্তাপ করিলে ক্ষমা পাইবেন ও মঙ্গল হইবে। আমার অবস্থার ভিন্নতা হওয়াতে আমি মন প্রাণ সব ঈশ্বরকে সমর্পণ করিয়াছি এবং আমার সেই নিমিত্তে কিছুতেই ভয় নাই, তিনি অভয় প্রদান করিয়াছেন।

পামর। তুমি তো একজন উদাসীনের মত, তোমার কথা ছেড়ে দেও; এখন আমার দশা কি হবে? আজ কেমন আমার ঈশ্বর বিষয় আলোচনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, ইহাতো সকল সময়ে হয় না, বোধ হয় আমার পাপের কলসী পূর্ণ হইয়াছে, আর ধরে না! লুকো চুরি বেরিয়ে পড়ে।

গদাধর। যেমন অতিশয় গ্রীষ্ম হইলে বৃষ্টি হয়, তেমনি মনুষ্যের কুমতি বৃদ্ধি হইলে সুমতির উদয় হয়।

পামর। তোমার কথা শুনে আমার শরীর লোমাঞ্চ হইতেছে। আমি জন্মাবধি কখন ঈশ্বরের চিন্তা করি নাই। ঈশ্বর যে আছেন তাহা প্রত্যয় হইত না, কিন্তু মনুষ্যের ভাব প্রায় সকল সময়ে সমান থাকে না, এজন্য আজ তাঁহার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যদি তিনি অনুকূল হয়েন তবে আমার পাপের অনেক পরিত্রাণ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। আমি চিরকাল নাস্তিক ছিলাম, স্ত্রী আমার সতী লক্ষ্মী, তাহার সহিত কখন আলাপ করি নাই, বরাবর তাহাকে অবহেলা ও তেজ্য করিয়াছি, না জানি তিনি কত দুঃখিতা আছেন। পিতা মাতা, ও ভাই ভগ্নির, প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করি নাই, না জানি, তাঁহারা কত অভিশাপ দিয়াছেন, অর্থের সদ্ব্যয় করি নাই, দেশের ও প্রতিবাসির প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করি নাই। আর অধিক কি বলিব, পরস্ত্রী যাহাদের ভগ্নির স্বরূপ দেখিতে হয়, নেশা ও মোহবশে আবৃত্ত হইয়া তাহাদের অমঙ্গল ও কুপথগামিনী করিয়াছি। আমি ভাবিতে

গেলে ভাবনার সাগরে পড়ি, তাহার কূল কিনারা নাই ; ও পাপের কথা সকল স্মরণ করিতে গেলে বোধ হয় অনুতাপ অনলে দগ্ধ হইতে হয় ; ভারতে আমার ভার আর সহ্য হয় না। এজন্য আমার মনে আজ নানা রকম ভাব উদয় হইতেছে।

গদাধর। মহাশয় অত ভাববেন না ! আমিও এককালে আপনার মত ছিলাম। আর পৃথিবীর তাবৎ লোক প্রায় এইরূপ, কিন্তু মন্দ থেকে ভাল হলে আরো প্রশংসনীয় হয়। এখন আপনি গত পাপের জন্য সন্তাপ করুন, সন্তাপেতে পাপের হ্রাস হয় ; এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ভাল হয় তাহা করুন। আমার বোধ হয় আপনার একবার দেশভ্রমণ করিলে শরীরের ও মনের মঙ্গল হইবে।

পামর। তুমি যাহা বলিতেছ তাহা গ্রাহ্যনীয়। এখন আমি যাই, আমার স্ত্রী যদি ক্ষমা করেন, তা হলে আমি পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া আমার এ তাপিত মনকে শীতল করিব ; নতুবা এ দেহে আমার কায নাই, আমার প্রিয় ভার্য্যার ক্ষমা প্রার্থনাতে আপন চিত্ত আহুতি দিব। কলিকাতার লীলা আমার আজ উজ্জাপন হলো, লুকোচুরিও এক রকম শেষ হলো, তুমি আমার মঙ্গল যাহাতে হয় তাহার আয়োজন কর। তোমার নিকট আমি সব ভার সমর্পণ করিলাম।

ক্রমে রজনী ঘোর অন্ধকার হয়ে উঠিল, বৃষ্টি মুষলধারে পড়িতে লাগিল ; বজ্র কড়্মড় হড়্হড় করিতে লাগিল, চারিদিক অন্ধকারময়, পামর বাবুর স্ত্রী মেনকা জানালায় বসিয়া আকাশের তর্জ্জন গর্জ্জন দেখিতেছেন, ও এক একবার ভাবিতেছেন, না জানি আমার স্বামী এ সময় কোথায় গিয়াছেন, ও কত ক্লেশ হইতেছে। এমন সময়ে পামর বাবু তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, প্রিয়ে ! তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে, যদি শোন তা বলি ?

মেনকা। কি বলিলে নাথ! আমি তোমার কথা শুনবো কি না? আজ কি সুপ্রভাত, যে তুমি আমার কাছে এসে কথা কহিলে, এমন তো কখন হয় না! আজ কি ভুলে এসেছ বুঝি, কিছু লুকোচুরি তো নাই?

পামর। প্রিয়ে! আমি তোমার নিকট যে কত অপরাধী তাহা বলিবার নয়, আমার পাপের সীমা নাই। তোমাকে যে কত ক্লেশ দিয়াছি ও কত দুঃখিতা করিয়াছি তা কবার নয় (এই বলিয়া পায়ে হাত দিয়া) এখন এই মিনতি করি যে আমায় ক্ষমা কর। সকল দোষের ক্ষমা আছে, আমার কি এ দোষের ক্ষমা নাই? যদি না থাকে, তবে এ প্রাণত্যাগ করিব, যদি তুমি ক্ষমা কর, তবে আমার মন প্রাণ সব তোমাকে আহুতি দিব।

মেনকা। সে কি নাথ? তুমি কি দোষ করিয়াছ, যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব, বুঝি আমার কোন দোষ হইয়াছে, তা হয়তো বল আমি ক্ষমা চাহি। আমার নিকট তোমার কোন দোষ নাই, আর আমাকে তুমি কখন অসুখী কর নাই। আমি তোমার সুখে সুখী, তোমার দুঃখে দুখী, তুমি ভাল থাকিলেই আমি ভাল থাকি, ইহার জন্য যদি আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার তবু তোমায় অসুখী করিয়া আমি সুখী হইতে চাইনা।

পামর। এত গুণ না থাকলেই বা হবে কেন? হা বিধাতা! এমন স্ত্রীর সহিত আমি বাক্যালাপ করি নাই? কি পোড়া অদেষ্ট, এমন রত্ন পরকও করি নাই? যার এমন স্ত্রী আছে, তার সুখের সীমা নাই। প্রিয়সি! আমি অতি নিষ্ঠুর, বিধাতা কি আমার হৃদয় পাষাণ দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে তোমার এত ক্লেশ আমি দেখেও দেখি নাই? হায়! হায়! ধিক্ এ জীবন! (যোড়হাতে) প্রিয়ে আমায়

ক্ষমা কর ?

মেনকা। প্রাণনাথ। উঠ, উঠ, তোমার কোন দোষ নাই, সকলি আমার অদেষ্টের দোষ, তুমি যে এতদিন আমায় ত্যাগ করে ভাল ছিলে সেই ভালতেই ভাল। আমি অবলা নারী, কিছুই জানি না, না জানি আমার জন্য তুমি কত অসুখী ছিলে? প্রাণনাথ! আমাকে তাহার জন্য অবহেলা করিও না, আমি তোমারই, নাথ! আমি চিরকাল তোমারই!

পামর। প্রিয়ে! মোহবশে মুগ্ধ হইয়া তোমায় এতদিন ভুলিয়া ছিলাম। স্ত্রী যে কি পদার্থ তাহা এখন আমার বোধ হইল। যে সংসারে সুশিক্ষিতা স্ত্রী নাই, সে সংসার বোধ হয় অন্ধকার থাকে। আমার ন্যায় নরাধম আর নাই; বিবাহকালীন যে স্ত্রীকে অঙ্গীকার ও শপথ করিয়াছি, যে চিরকাল একত্রে প্রেম করিয়া সুখী হইব; তাহাকে আমি এতদিন যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়াছি, ও কখন জিজ্ঞাসা করি নাই, যে বেঁচে আছে কি মরেছে? এ প্রাণে ধিক্ ধিক্! আমি তোমাকে যে নিগ্রহ করিয়াছি তাহার ক্ষমা নেই। এখন আমার মনে ঘৃণা হইয়াছে, ও বাঁচিতে সাধ নেই; পৃথিবি! তুমি দোফাঁক হও, আমি তোমার ভিতর যাই (রোদন)।

মেনকা! প্রাণনাথ! স্থির হও, আর রোদন করিও না, আমি তোমার প্রতি কখন কথাতে কার্য্যতে কি মনেতে বিরক্ত হই নাই। আমার কপাল পোড়া না হলে বিবাহ পর্য্যন্ত কখন মুখ দেখিলে না কেন? বিধাতা আমার অদেষ্টে যে ভোগ লিখেছে তা কে খণ্ডাবে বল? সকলি আমার কপালের দোষ, তোমার দোষ কিছু নাই, তুমি তজ্জন্য চিন্তা করিও না। এখন আমার দুঃখের অগ্নি নির্ব্বাণ হলো; বুঝি এত দিনের পর বিধাতা আমায় সুখরত্ন দিলেন, দেখো নাথ, আর

যেন লুকোচুরি করো না।

পামর। প্রাণ প্রিয়সি! তোমার কথা শুনিয়া আমার মনে এখন ভরসা হইল; কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই। আমি পাঁচ বৎসর কষ্ট করিয়া দেশভ্রমণ করে সৎপতি হইলে তোমার নিকট আসিয়া সহবাস করিব। এখন চল্লেম, প্রিয়সি! আমায় বিদায় দাও, যদি সময় বশতঃ ও কাল সহকারে পতিত হইয়া না আসিয়া পুনঃ সহবাস করিতে পারি, তবে জন্মান্তরে মিলন হইয়া পরলোকে সহবাস হইবে। প্রিয়সি! আমায় বিদায় দাও, আমি চল্লেম, আর বাধা দিও না, (রোদন) হে পরমেশ্বর! তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ও জগতের রক্ষা-কর্ত্তা, আমার পতিব্রতা সতী সাধ্বী স্ত্রীকে রক্ষা করুন; ও এমত আশা ও ভরসা দিন, যাহাতে তাহার ইহকালের, ও পরকালে শারীরিক, ও মানসিক মঙ্গল হয়, এই আমার প্রার্থনা।

মেনকা। প্রাণনাথ! এত যে কঠোর ক্লেশ করে মিলন হলো, তাহা এখন স্বপ্ন স্বরূপ বোধ হচ্চে। তুমি যেখানে যাও, আর যেখানে থাকো, ভাল থাকলেই ভাল। আমার মন, প্রাণ, সব তোমার সঙ্গে থাকিবে, আমি কেবল মণিহারা ফণির ন্যায় পড়ে থাকবো। অবলা কুলনারীর পতিই সর্ব্বস্ব; দেখ, যেন আমায় ভুল না? যদি একান্ত যাবে তো যাও, আমি তাতে বাধা দিব না। যাহাতে তোমার মঙ্গল হয় তাহাই কর, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করিবেন। আমি তোমায় আমার হৃদয়ের ধন "প্রাণ" উপঢৌকন দিলাম।

পামর। হাঁ প্রিয়ে, তবে চল্লেম, তুমি স্বচ্ছন্দে গৃহকার্য্য সকল নির্ব্বাহ কর, আমি প্রচুর অর্থ রাখিয়া গেলাম; সময়ে সময়ে অবকাশ হইলে এই দুর্ভাগাকে এক এক বার স্মরণ করো, এখন যাই?

মেনকা। নাথ! "যাই" বলোনা, আসি, বলে যাও।

অষ্টম অধ্যায়।

মোসাহেবদের দুর্গোবিপত্তি।

তোষামদে দিনপাতে সদা সুখী নয়।
পরের অধীন কভু স্বাধীন না হয়॥
ব্যবসা কি বিদ্যা বলে লভে যারা ধন।
তারাই এ ধরাধামে মনুষ্য গণন॥

আশ্বিন মাস, পূজার সময়, ঋতুর পরিবর্ত্তন হইতেছে, হাট বাজার গুলজার হইয়াছে, রাস্তা ঘাটে লোক থই থই করিতেছে, দোকানি পশারিরা, পূবে ও ঢাকার বাঙ্গালদের পেয়ে বসেছে, তাহাদের নাবার খাবার সময় নাই, এক কোপে কাট্‌ছে। মহাজনেরা খেরে আদায় করছে, নূতন খাতার ও পূজার সময় দেনা পাওনা এক রকম চুক্তি হিসাব হয়ে থাকে; সুতরাং সকলেই খাতা হাতে করে সাত্‌ কর্‌তে বেরিয়েছে। বড়বাজার চিনে বাজার অঞ্চলে যাওয়া ভার, একেতো বারমাস অতিশয় ভিড়, তায় পূজার সময়, দালাল রাস্তায়২ বেড়াচ্ছে; চোর, ছেঁচড়, গাঁটকাটা, ছোঁ২ করে ঘুরচে, সময় পেলে চিলের মত ছোঁ করে টাকাটা, সিকেটা, নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় বা ষষ্ঠ্যাদি কল্পের নহবত বাজিতেছে, কোথায় বা নাচ গান হচ্ছে, কোথায় বা ছেলেরা নতুন কাপড় চোপড় পরে নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়েছে, কোথায় বা যাত্রার মহলা হইতেছে চতুর্দ্দিকে গোলযোগ, কলিকাতায় ধূমের সীমা নাই। এসময় মজার তাহদ্দ হয়। কি ছোট কি বড় লোক সকলেরই আনন্দের সীমা নাই, কিন্তু ক্ষেত্রনাথের মন ভাল নহে, কাজে কাজেই কিছু আমোদ হয় না, চূড়ামণিরও প্রায় ততোধিক;

পূজার সময় কোথায় কিছু যোগাড় না হওয়াতে, সব অন্ধকার দেখি-তেছেন, ও মাঝে মাঝে বলিতেছেন কলিকাতাও সব মুকোচুরি!

চূড়ামণি। ওহে ক্ষেত্তর! আমি যে সব ধেঁা দেখছি? আমাদের পামর বাবু তো ব্রজভূমি অন্ধকার করে চল্লেন, বুঝি আমাদের সোনার বৃন্দাবন এত দিনের পর শূন্যবন হলো। পূজার সময় বাড়িতে মাগ ছেলেকে একখান কাপড় চোপড় বা না দিলেই বল্‌বে কি? আর পাই বা কোথায়? বড় পেঁচে পল্লেম।

ক্ষেত্র। তোমার তো খালি কাপড়ের ভাবনা, আমার দশা কি হবে? ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো পামর বাবু ছিলো, তা ভগবান সে আশাও নৈরাশ করলেন। আমার কপাল ভেঙ্গে গেছে। যাহোক্ "যৎ কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য" না পেলে তো হয় না?

চূড়ামণি। ওহে! আমারও ঐ দশা, দেখচো অবস্থার বৈলক্ষণ হলে বিধাতার দৃষ্টি কম পড়ে? না পড়বে বা কেন? শাস্ত্রে যা আছে তা কি মিথ্যা হয়?

ক্ষেত্র। কও চূড়ামণি, এর শাস্ত্রটা আবার কি? আমাদের পোড়া কপাল পুড়ে গেছে, তা শাস্ত্রে কি করবে, এর ভিতরও তোমার মুকোচুরি?

চূড়ামণি। ওহে শাস্ত্রছাড়া কি কর্ম্ম আছে? ভাগ্‌গিস ছেলে বেলা ন্যায় আর নীতি শাস্ত্রটা মন দিয়ে পড়ে ছিলেম, না হোলে লোকের কাছে যাওয়া আসাই ভার হতো। "গতা কহুতরাকান্তে স্বপ্নাতিষ্টতি শর্ব্বরী ইতি চিত্তে সমুধায় কুরু সজ্জন রঞ্জন" এর মানে "যার বে তার মনে নাই, পাড়া পড়সির ঘুম নাই" আমাদের ক্লেশ হয়েছে, আমরাই ভুগবো, অন্যে সইবে কেন? ভাবটা বুছেচ!

ক্ষেত্র। পোড়ারমুখে হাসিও পায়, না হেসে থাক্‌তে পারি না,

চূড়ামণি তোমায় কে পড়িয়েছিল, তাকে আমায় দেখাতে পারো ? সে বেটার বিদ্যা যে অগাদ দেখতে পাচ্ছি! তোমার তো হবেই, যেমন গুরু তেম্নি শিষ্য, সংস্কৃত তোমার কণ্ঠস্থ হয়েছে, কেমন গা ? এবার বাবা মুকোচুরি বেরিয়ে পড়েছে।

চূড়ামণি। সংস্কৃত বিষয়ে আমি প্রায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন! আপশোষ যে লোক নেই, যার কাছে পরিচয় দি। এখানকার পণ্ডিত দের কথা কিছু বলো না, তারা মূর্খ, বেল্লিকের শেষ, কেবল বড় মানুষের মন আর অবিদ্যা যুগিয়ে বেড়ায়, লেখা পড়ার চর্চ্চা প্রায় উঠে গেছে।

ক্ষেত্র। মহাশয়ের যে রকম বিদ্যা দেখা গেল, এমন অতি কম লোকের আছে। তোমার গুণের বালাই লয়ে মরি, যা হোক্ চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটে গেল, সেই ভালতেই ভাল। আর কাজ নাই, মুকোচুরি গুলোও আমি কিছু কিছু বুঝি।

চূড়ামণি। মিছে আর বিদ্যা বুদ্ধির কথা কইলে কি হবে তা বল ? এখানে বিদ্যার আদর নাই, চল পামর বাবুর কাছে গিয়ে টোপ ফেলা যাক্।

ক্ষেত্র। সে গুড়ে বালি! বাবু তো পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছেন। টোপ ফেল্‌লে আর কি হবে বল ? এক আদ-টা পুঁটিও পড়বে না!

চূড়ামণি। তবে চল বেরিয়ে পড়ি, কোথাকার জল কোথায় পড়ে দেখা যাক্! আমাদের কপাল কি এম্নি ভেঙ্গে গেছে হে, যে যোড়া গাঁতা দিলেও চল্‌বে না! ভাল, একবার পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে দেখা যাক্ না, কি হতে কি হয়, সেখানে তো আর মুকোচুরি নাই ?

ক্ষেত্র। যাবে ত চল, আমার তো এগুলেই হলো, কথায় বলে

"ভাত খাবি না হাত ধোব কোথায়"। আমি যেমন কোরে আছি তা শত্রু যেন না থাকে। "না মরি না বাঁচি, আড়া আগুলে পড়ে আছি" এখানেই হোক্ বা পশ্চিমেই হোক এক রকম করে কেটে গেলেই হলো, আমার এখন "দিন গত পাপ ক্ষয়"।

চূড়ামণি। তোমার যে "অর্ গুণ নেই বর্ গুণ আছে" কথায় কথায় হিঁয়ালী ঝাড়চো। বুড়ো রসের নুড়ো, যা হোক্ চল একবার দেখা যাক্ "আমাদের কপালে অষ্টরম্ভা" আছে, কি আর কিছু? কিন্তু বলতে কি, যে দিন খ্যান পড়েছে "না আঁচালে বিশ্বাস নেই" নুকো-চুরি ছাড়াতো কিছু নাই।

নবম অধ্যায়

"অবাক্ কলি পাপে ভরা"

চরিত্র শোধন যদি আগে নাহি হয়।
যেখানে যাইবে দোষ সহ তার রয়।
অবাক্ হয়েছে লোকে পাপে ভরা ধরা
সবার উচিত তাহা সংশোধন করা॥

পামর বাবু নানা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বারাণসী পৌঁছিলেন, এবং কিছু দিবস ঐখানে বাস করাতে কুমার শশীনাথের সহিত প্রণয় হইল। কুমার বাহাদুর রাজা ফটিকচাঁদের পুত্র, নিবাস দক্ষিণ, লেখা পড়া কলিকাতায় শিক্ষা হওয়াতে, ইংরাজী ভিন্ন বাঙ্গালা ভাল কহিতে পারেন না। কুমারের বাপের তালুক আছে, সরকারি মালগুজারী বাদে, প্রায় কম বেস ১৬।০ মাসিক আয়, এবং ইহার মধ্যে বাপ

পোয়ের এক রকম দিনপাত হয়। অবশেষে হাতচিঠি কাটা! এ এক কলিকাতার লুকোচুরি।

শেলাইপাড়া নিবাসী রামলাল আষ মহাশয় বরাবর দালালি করিতেন, কিন্তু চিনেবাজারে তাঁহার নীলেখেলা সম্বরণ হওয়াতে তাঁহাকে সরতে হইল। রামলাল তাহার পর যাত্রার অধিকারিগিরী ও অন্যান্য দালালি করিয়া, বাবু ভেয়ের মন যুগিয়ে বেস দশটাকা রোজগার করিতেন; পরে কুমার শশীনাথ যৎকালীন কলিকাতায় ইংরাজী পড়িতে আসিয়াছিলেন, তখন রামলালকে তিনি Aidde camp পদে নিযুক্ত করিয়া মাসিক বেতন ১।০ তেল কাট, আর খোরাক পোষাক বরাদ্দ করিয়া দেওয়াতে রামলাল ইয়ারকির মৌতাতে তাহাই একসেপ্‌ট Accept করিলেন।

ক্ষেত্রনাথ ও চূড়ামণি আর কাপ্তেন না পাইয়া বারাণসীতে কুমার শশীনাথের শরণাগত হইয়া পড়িলেন। শশীনাথের এই চতুর্ব্বর্গীয় সভা সুতরাং বড় গুলজার হইল, আর ইমিটেসন্‌ Imitation বাবুগিরি এক রকম বেস চলিতে লাগিল। পামর বাবুর পূর্ব্ব পরিচয় ইহারদের নিকট বিশেষ অবগত হইলেন। একদা শশীনাথ Full ফুল মজলিসে বসে আছেন, এমত সময়ে পামর বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

শশীনাথ। Good Morning, how are you today? আমি তোমাকে Expect করিতেছিলাম, তুমি এতক্ষণ আসো নাই কেন? Consider my house যেন তোমার During your stay here,

পামর। মহাশয় আমি এখানে অধিক দিবস থাকিব না, না হইলে আপনার বাটিতে থাকিতাম।

শশীনাথ। Oh indeed! But you must spend a day or two with me, বুঝ্‌লে কি না what say you রাম?

রাম। তার কি আর কথা আছে, আর না থাক্‌বার কারণ কি?

পামর। মহাশয় যদি কোন ধর্ম্ম বিষয় বা অন্য কোন আলোচনা করেন্‌, যাহাতে মনের ও জীব আত্মার আহার পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমি যে কয় দিবস এখানে থাকি, আপনার বাটীতে নিয়ত হাজির থাকিব। এতে আমার লুকোচুরি কিছুমাত্র নাই?

শশীনাথ। Oh indeed! তোমার তো আহার পাইলেই হলো, why did you not say that? রাম! tell somebody to bring some glasses, আর এক বোতল ব্রাণ্ডি, আর কিছু ভাজা ভুজি?

রাম। ওরে শ্রীনাথ! শ্রীনাথ!

শ্রীনাথ। আজ্ঞে!

রাম। ব্রাণ্ডি, গ্লাস, টল্যাস, গুলো নিয়ে আয় না, ব্যাটা ডাকলে বুঝতে পারিস নে?

শ্রীনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ! বুঝতে অনেক কাল পেরেছি! (স্বগত) এসব চোরা গোপ্তান বইতো না, বাবুদের এদিকে ঢাল সমুর হচ্ছে, আবার ওদিকে হিন্দু সমাজে গিয়া সনাতন ধর্ম্ম যাতে বজায় থাকে তারও উপায় কচ্ছেন, বলিহারি যাই !!!

রাম। মহাশয়! আপনার বাটির চাকররা বড় ঢিট্‌ নয়, ব্যাটারা ইসারা বুঝতে পারে না—চাকর যদি বল্লেন, তো আমাদের নীলমাধব বাবুর চাকর—ব্যাটা, মহাশয়! হাঁ কল্লে পেটের কথা বোঝে, আর ইসারায় সকল কর্ম্ম করিতে পারে।

শ্রীনাথ। উঃ বাবুর মন আর পাওয়া যায় না; মুহুর্মুহু তামাক

আর তাই তাই দিচ্চি, তবু আর মন উঠে না বলিয়া গ্লাস ও ব্রাণ্ডি আনিয়া দিল।

শশীনাথ। Now my friend, here you are, আমরা আপনা আপনি help কর, কোন ceremony করো না।

পামর। মহাশয় আমি আর এ কায করি না, নচেৎ খাইতাম।

শশীনাথ। কেন বল দেখি? there is no harm in taking খুব অল্প quantity as medicinally।

পামর। আমায় ক্ষমা করুন, আমার এখন প্রয়োজন হচ্চে না। আমি আগে অনেক খাইয়াছি কিন্তু এখন আর ভাল লাগে না, এবং এতে মজাও পাইনে। আমি কলিকাতার লুকোচুরি অনেক দেখেছি আর সকলি কিছু কিছু বুঝি!

রাম! পামর বাবু! কলিকাতা কত দিন ছাড়িয়াছেন এবং সেখানকার নতুন খবর টবর কিছু কিছু বলুন না শুনা যাক্।

পামর। আমি প্রায় মাসাবধি কলিকাতা ছাড়া, এবং কোন নূতন সংবাদ নাই। কলিকাতা যেমন তেম্নি আছে; চোহেল, মজা ও আমোদের চূড়ান্ত হচ্ছে। নূতন নূতন বই লেখা হচ্ছে, নূতন নূতন বাবু হচ্ছে, সহর রইং কচ্ছে, আর কত উনপাঁজুরে বরাখুরে ছোঁড়ারা নূতন নতন সভা স্থাপন কচ্ছে, আর কত বলবো? কলিকাতার লুকোচুরি তাহাদ্দ!

শশীনাথ। oh indeed! but you must tell me who is this হঠাৎ বাবু?

পামর। একটি তো নয়, যে বিশেষ করিয়া বলিব, মহাশয় খুঁজ্তে গেলে শত্রু মুখে ছাই দিয়ে অনেকগুলি আছেন, আর নম্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে লুকোচুরিতেই মাথা খেলে।

শশীনাথ। oh indeed! but let us hear of some of them বুঝ্‌লে কি না। আমার কাছে আর লুকোচুরি কাজ কি?

পামর। আমি গুটি কতক বলি শুনুন্‌, গুরুদাস গুঁই আজকাল ওয়েলের ঘোড়া চড়িয়া সহর কাঁপাচ্ছে, thief garden ইষ্ট্রীটের মৃত্যুঞ্জয় ও দুঃখিনাথ জুড়ি বেঁধে খুব ইয়ারকি কর্‌ছে, এরা গয়ায় মটও একটি দিয়ে বাপের নাম রেখেছে। একটি একটি বাবুর গুণের কথা বল্‌তে গেলে কাগচ্‌ পুরে যায়। মহাশয় ছোঁড়ারা হাড় ভাজা ভাজা করছে আর এদের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল, কিন্তু কিছু কিছু না বলিলে তো কলিকাতার লুকোচুরি ধরা পড়ে না, তাই বল্লেম!

শশীনাথ। oh indeed! but how are the old folks getting on? I mean বুড়ো বেটারা, বুঝ্‌লে কি না?

পামর। বুড়োরা কিছু ক্ষান্ত আছে। জীবন বাজারের ছোঁড়ারা প্রায় পেঁচার মত কুপোকাত হয়েছে, প্যাঁচার এখন চুপ চাপ, আর মুখে কথা সরেনা, মহাশয় পৃথিবী একটু জুড়িয়েছে! পেঁচার যখন বোল বোলা ছিল তখন রাত্রকাল, কিন্তু এখন প্রভাত হওয়াতে আর তার কথা বড় শুনা যায় না বোধ হয় তাহার নীলেখেলাও এক রকম ভোর হয়েছে।

শশীনাথ। oh indeed! but how is the rising class getting on আর education কেমন হচ্ছে?

পামর। লেখা পড়ার চর্চা বড় দেখিতে পাই না, খাদ কতক যে বই ছাপা হইতেছে তাহাতে বিদ্যার লেশ কিছু মাত্র নাই, কেবল true copy। "পশুদিগের প্রতি ব্যবহার" খানিতে বরং কিছু originality আছে, অন্যান্য পুস্তক সকল বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় পড়িয়া লেখা যায়। আবার আজকাল অনেক school boy নাটক লিখ্‌ছেন।

মহাশয় এই জ্বালায় নাটকের আর আদর নাই, লোকেও পড়ে না, ঠিক হেমন মিসনরির বাইবেল ছাপানা গোছ হয়ে দাঁড়িয়েছে, রোজ রোজ ঝোড়া ঝোড়া ছাপা হচ্চে অথচ কেউ পাতা উল্টায় না, আর তাতে রসও নাই, কসও নাই। আর না টক, না মিটে, কালেক্‌কে বাস্নু, পণ্ডিত হবে। অগ্রেই বলা হয়েছে যে কলিকাতায় ঢের লুকোচুরি আছে, তা মহাশয়। লেখকদের মধ্যেও কিছু কমি নাই, ধরতে গেলে সকলিই লুকোচুরি।

চূড়ামণি। ভাল, পামর বাবু আপনি তো আমাদের আগে এসেছেন, এখন বলুন দেখি বারাণসী কেমন দেখ্‌লেন।

পামর। গঙ্গার উপর হইতে বারাণসী দেখ্‌লে বোধ হয়, বিধাতা চিত্রপটে চিত্র করিয়া কাশী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সহরটি এমনি সুন্দর যে দেখ্‌লে মন পুলকিত হয়। মহাশয় আকাশ যদি কাগজ, ও সুমেরু যদি কলম আর গণেশ যদি লেখক হয়, তবে কাশীর মনোহর দৃশ্য সকল বর্ণনা করা যায়। কাশীতে লুকোচুরিও ঢের আছে।

চূড়ামণি। কাশী আমাদের তীর্থস্থান, এখানে আর লুকোচুরি কি আছে? মহাশয় দুদিন আসিয়া কাশীর কি বা দেখ্‌লেন, তা লুকেচুরি ধরবেন? এতো আর কলকেতা নয়, যে, যা বলবেন তাই সাজবে?

পামর। বটে হে বটে। আমি দুদিনে যা দেখেছি তাইতে আমার হরিভক্তি উড়ে গেছে আর আমার এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছা হয় না।

চূড়ামণি। কেন মহাশয়। কি দেখলেন, বলুন না, কাশীর মাহাত্ম্যটা কিছু শোনা যাক।

পামর। কাশীতে আছে কি তা বলবো ? স্থানটা অতি মনোরম্য জল বাতাস বড় মন্দ নয়, বাকি সব ফক্কা। রাঁড়, ষাঁড়, ঘাট, এই তিনটি নিয়ে কাশী। আর যে সকল কদর্য্য কর্ম্ম এখানে হচ্ছে; বোধ হয় মহাদেবও এখানে না থাকলেও থাকতে পারেন।

শশীনাথ। Oh indeed ! but I tell what you can do, have a peg আর ঢেঁকির কচকচি করোনা, কাশী ভাল কি মন্দ তা আমাদের কি ?

পামর। কাশীর প্রতি পূর্ব্বেকার সে ভাব নাই, ভক্তিও নাই। এখন কাশীতে মলে শিব হয় না, এখানকার লোকদের দুশ্চরিত্র ও কুপ্রবৃত্তি যে রকম তা বোধ হয় যে আমাদের কলিকাতা ভাল! আমাদের এখানে দিন কতকের জন্য আসা বইতো না, ভাগ্‌্যিস রেল হয়েছিল, না হলে তাও হতোনা, আর নুকোচুরিও দেখতে পেতেম না।

চূড়ামণি! এতই যদি ঘৃণা তবে এলেন কেন ? এগুলি কেবল গ্রহের কর্ম্ম বৈ তো নয়। দেখুন দিব্বি সুখে কলিকাতায় ছিলেন, ও পাঁচ জনকে প্রতিপালন করিতে ছিলেন, তারপর কি যে কুমতি হলো তা বলতে পারিনে, অদেষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে ? না হলে আমাদের বা এত ক্লেশ হবে কেন ? এসব নুকোচুরি বৈ তো না।

পামর। চূড়ামণি! আপনাকে তো সবিশেষ বলিয়াছি, আর বারম্বার ও কথা কেন ? আমার বড় সাধ ছিল, যে কাশী দেখে আমার এ তাপিত প্রাণকে শীতল করবো, সে আশা এখন সফল হইয়াছে, এখন মানস করিয়াছি পুনরায় শীঘ্র কলিকাতা যাইব।

চূড়ামণি। আঃ এমন কি হবে। চলুন২ শীঘ্র যাওয়া যাক, বলতে কি। আমার এখানে এক দণ্ড মন টেঁকে না, "শুভস্য শীঘ্রং', আর

দেরি করা বিধি নয়।

পামর। চূড়ামণি মহাশয়! আমি আর সে লোক নাই, আমার আহার ব্যবহার সকলি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আমার কেবল এক লক্ষ্য আছে তাই কায়মনোচিত্তে যত্ন করিতেছি! বলুন দেখি এই গানটি কেমন হইয়াছে।

রাগিণী জঙ্গলা খেম্‌টা। তাল আড় খেম্‌টা।

পেলে সেই রতনে। তাঁরে রাখি হৃদ পদ্মাসনে
তাঁকে সদা প্রয়োজন, তিনি সবার প্রিয়জন॥
কাম মোক্ষ ধর্ম্ম ধন, দিয়ে তোষেণ,
প্রিয় জ্ঞানে তিনি তোষেণ দীন্‌জনে॥

চূড়ামণি। মহাশয়ের এমন রচনা শক্তি আগে ছিল না? বলতে কি গানটী উত্তম হইয়াছে।

পামর। সাধলেই সিদ্ধ হয়। তুমি যদি আলোচনা কর তো তোমারও হবে। মনকে যে দিকে লইয়া যাবে, সেই দিকে যাবে। যদি সুপথে যাও, তো মনের সুমতি হবে আর কুপথে যাও তো কুমতি হবে, আর লুকোচুরি করলেই মন্দ। শুনুন দিকি আর একটি গাই।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতাল।

তাই কি মনে করে বসে আছ বিরলে রে মন
নয়ন মুদিত করে তাঁকে দেখিবে স্বপন॥
পাপ দোষ পরিহর, সাধ তাঁরে নিরন্তর,
গর্ব্ব খর্ব্ব কর যদি পাবে দরশন।
দারা সুত বন্ধুগণে, বিষয়াদি বিসর্জ্জনে,
ভাব তারে এক মনে, তবে হইবে চিত্ত শোধন
পরম পরমেশং অমৃতানন্দ রূপং হৃদে কর শরণং,
কালের যন্ত্রণা আর হবে না কখন॥

আবার দেখা হবেতো ?

পামর। মহাশয় আমি আগত কল্য কলিকাতা যাইব, এখন চল্লেম Farewell.

শশীনাথ। Oh indeed। but I am also going down to Calcutta in a day or two. বোধ হয় আমি তোমার সঙ্গে একত্রেই যাব However you will hear from me, good bye for the present.

চূড়ামণি। দেখ্‌লেন মহাশয়! আমাদের পামর বাবু কেমন শুধ্‌রে গ্যাচেন! কেমন! রাম বাবু কি বলেন ?

রাম। আরে রেখে দাও, ও ব্যাটা বেল্লিক, কেবল মদের নিন্দে করে গ্যালো, ব্যাটা নিজে একটি ভুষণ্ডী, যেন কিছুই জানেনা, ন্যাকা, এখন পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছে। আমি অমন সব লোকের সঙ্গে স্বর্গেও যেতে চাইনে। কি বল ক্ষেতু ঠাকুর ?

ক্ষেত্রনাথ। আরে ভাই আপনার দুঃখ ধান্দাতে মোরে যাচ্ছি তা আর কি বল্‌বো বল ? শুন্‌ছি সব, কিন্তু মন ভাল নহে কাজে কাজে দুটো একটা জবাব দিতে পাল্লুম না। ব্যাটার সঙ্গে কথা কহিতেও ইচ্ছা করে না, আমার ইহকাল, পরকাল দুকাল খেয়ে; এখন আপনার মঙ্গল চেষ্টায় আছে—ওর কি ভাল হবে ? ব্যাটার অন্ত পাওয়া ভার—সব ভিট্‌কিলেমী—আর সব লুকোচুরি।

দশম অধ্যায়

শিকারী বিড়াল গোঁফে ধরা পড়ে।
যে জন বঞ্চনা করে উপকারী জনে।
কখন তাহার নাহি এ ভুবনে ॥
কি রূপে থাকিবে বল অধর্ম্মের ধন।
লোভে পাপ পাপে ঘটে অকাল মরণ ॥

পামর বাবু, কুমার শশীনাথ, রামলাল, চূড়ামণি ও ক্ষেত্রনাথ সকলে একত্রে আসিয়া কলিকাতায় পৌঁছিলেন। কুমার, সহরের অন্তঃপাতি একখানি বাগান ভাড়া করিয়া রামলালের সহিত বাস করিলেন। পামর বাবু তাঁহার আহিরীটোলার বাটীতে গেলেন। চূড়ামণি ক্ষেত্রনাথকে লইয়া সোনাগাজিতে এক মাটগুদাম কেরায়া করিয়া পুনরায় লুকোচুরি করিতে আরম্ভ করিল।

সকলকার সময় চিরকাল সমান যায় না, জোয়ার ভাটা যে গঙ্গাতে আছে এমত নহে, এ সকল কর্ম্মেতেই আছে, এবং মনুষ্যের অদৃষ্টেও আছে কালের বিচিত্র গতি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গদাধর ব্যবসা করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ করিল, এবং অর্থের সদ্ব্যয় করিতে লাগিল। আতুর, অন্ধ, দরিদ্র, দুঃখি লোককে বিশেষ যত্ন ও প্রতিপালন করিতে লাগিল; এবং সেই জন্য তাহার কাজ কর্ম্মও উত্তরোত্তর ভাল হইল। যদবধি পামর বাবু কলিকাতা হইতে পশ্চিমাঞ্চলে গিয়েছিলেন, সেই অবধি গদাধর পামর বাবুর স্ত্রীকে ও তাঁহার সন্তানদিগকে যৎপরোনাস্তি আদরের সহিত প্রতিপালন করিতেন এবং সেই জন্য পামর বাবু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবারে অগ্রে পরিবারের কুশলাদি জানিয়া গদাধরের নিকট গেলেন।

শশীনাথ। Oh indeed। কিন্তু তুমি বেশ improvement করেছ তো "বায়ুনাং বিচিত্র গতি"।

চূড়ামণি। তাইতো গা। পামর বাবু যে এক জন কেষ্ট বিষ্ণুর মধ্যে হয়ে পড়লেন, ইনি যে বর্ণ চোরা আঁব, একে চেনা ভার, বাবা ঐ পেটে এত লুকোচুরি ছিল !!!

পামর। বামু পণ্ডিত হবে তো আমি বাকি থাকি কেন। সে যাহা হউক আমার এতই কি দেখলে যে তোমার চোক টাটাচ্ছে, এখন বিদায় হই।

শশীনাথ। Oh indeed। but have something এক গ্ল্যাস খাও? শুদ্ধ মুখে যাওয়াটা ভাল হয় না।

পামর। মহাশয়। আমাকে পুনঃ পুনঃ ঐ কথা কেন বল্‌ছেন, আর কি অন্য কিছু নাই যে আমাকে দেন? একটা পান দিননা কেন, তা হইলেই তো হলো?

চূড়ামণি। বাবা। দুদের স্বাদ কি ঘোলে মিটে। আর জ্বালান কেন। পথে আসুন, না হলে আমিই বা আপনার সঙ্গে গিয়া কি করবো?

পামর। ইদানী কি প্রথা হইয়াছে তাহা কিছুই বল্‌তে পারি না, ভদ্রলোকের কাছে গেলেই আগেকার মতন পান তামাক দেয় না। এখন কেবল ব্রাণ্ডি; স্থান বিশেষে কাঁচের গ্ল্যাস না চল্লে, রূপার গ্ল্যাস বেরোয়, একি সামান্য দুঃখের বিষয়। মদেই আমাদের দেশ ছারখার কল্লে, তা আমি বলেই বা কি করবো? রাজা মনে না কল্লে আর অন্য উপায় নাই। কালেক্‌কে যে কতই হবে তা বল্‌তে পারিনে। লুকোচুরি করেই আমাদের দেশটা হয়রান পেরেসান হয়ে গেল?

শশীনাথ। Oh indeed। is that your opinion? তুমি ছেলে মানুষ; জাননা যে মদে কত মজা? What I am offering you. ও তো মদ নয়? ও Mother's milk,

চূড়ামণি। বাবা! তার আর কথা আছে? মদ্‌কে শোধন করে খেলে কি হয় তা জান—"সুধা", এমন জিনিস সৃষ্টি করেছেলো কে? ইচ্ছা করে তার বালাই লয়ে মরি!

পামর। মদেই সর্ব্বনাশ হচ্ছে তা দেখে শুনেও ছোট বড় অনেকেই খাচ্চে। মজা ক্ষণিক, দুঃখ অধিক, ইহার গুণ কিছু নাই; অপকার সমুদয়, লুকোচুরি ঢের!

শশীনাথ। Oh indeed। থাম থাম, you are going too fast. মদে যে কি মজা হয়, তা যারা খায়, তারাই জানে। মন প্রফুল্ল করে, Mind enlarge করে, Ideas নতুন নতুন হয়, ভাব নানা প্রকার আসে, ও ভক্তির উদয় হয়। প্রেম গদগদ করে. লুকোচুরি কিছু থাকে না, প্রাণ খুলে যায়। মদ, মাৎসর্য্য, অহঙ্কার কিছু মাত্র থাকে না এ জিনিস যারা খেয়েছে—তারা বুঝেছে—অন্যে কি বুঝবে?

পামর। মহাশয়। মদে নানা প্রকার কুমতি উদয় হয়—মদেতে রিপু প্রবল করে, পরস্ত্রী ও পরের দ্রব্য হরণ, এবং প্রাণী হত্যা হয়—এমন জিনিস খাবার কি ফল? এ দিল্লীর লাড্ডু যারা খেয়েছে তারা পস্তাচ্চে, যারা না খেয়েছে তারাও পস্তাচ্চে। আর আমার সময় নাই, এখন আসি।

চূড়ামণি। বাবা। যদি একটু খেয়ে দেখ্‌তে তো টের পেতে। এতে পুত্রশোক নিবারণ হয়, এ জিনিস কি ছাড়তে আছে?

শশিনাথ। Oh indeed। you are going? good bye.

পামর। ওহে আমি লুকোচুরি কিছু২ বুঝি; ও টাকার সুদ আসল কিছুই ফেরত্ আসবে না, তার চিন্তা নাই, কিন্তু যদি উহার উপকার হয় তো না হয় আমার তহবিল থেকে টাকা দেও, শেষে ওর ধর্ম্ম ওর কাছে।

গদাধর। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা মহাশয় আমি দেব। আপনকার কবে দরকার?

শশীনাথ। Oh indeed। আমার এখনি হাজার টাকা দরকার, বুঝ্লে কি না?

গদাধর। তবে এই টাকা নিন, মহাশয় এর পরে Hand note পাঠাইয়া দিবেন?

শশীনাথ। Thanks, I will not forget you. তোমার যাহাতে ভাল হয়, তা আমি করবো, আমার Time over হলো Good bye.

রাম। মহাশয়। এবার আমার মাহিনাটা অনুগ্রহ করিয়া দিন, আর চলে না! এতো আমার চাক্‌রি নয়, বাকরি হয়েছে, আর লোকের সঙ্গে ভাঁড়াভাঁড়ি করে লুকোচুরি করতে পারি না।

শশীনথ। Oh indeed। আচ্ছা তোমায় কিছু দেব, এখন চলো থিয়েটার মাথায় থাক, টাকার ঢের দরকার আছে—নতুন গবর্ণর এসেছেন তা পোষাকও নাই যে লেভিতে Levy যাই। ভাগ্‌গিস এ বোকাদের টাকাটা পাওয়া গেল, না হলে আমার বাড়ি ভাড়া দেওয়া ভার হয়েছেল এ সব লুকোচুরি বৈ তো না, বুঝ্লে কি না?

রাম। মহাশয়। আমিও কিছু কিছু বুঝি। সে যা হউক এখন চলুন, কলকেতা থেকে সরে পড়া যাক্—আর গদা ব্যাটা বড়

ঠেঁটা ও ব্যাটাকে (Hand note) হ্যাণ্ড নোট দেবার কিছু দরকার নাই—লুকোচুরি করাই ভালো ?

শশীনাথ। মিছে নয়, এখন কাজতো হয়ে গ্যাছে, বেটাদের কলা দেখানোই পুরুষের কাজ—এরা সব ভক্তবিটেল আর বিলকুল্ লুকোচুরি, এদের ফাঁকি দেওয়াই উচিত In faet Calcutta is becoming very hot for me. বুঝ্‌লে কি না ? চল আজ রাত্রের ট্রেনে চলে যাওয়া যাক্।

রাম। যে আজ্ঞা চলুন, কিন্তু আজ একটা বড় Garden feast ছেলো সেটাতে ফকে গেলুম এই আপশোষ।

শশীনাথ। Oh indeed বটেই তো হে, আমার সব Freinds যাবে, আর মজা তাহদ্দ হবে এমন কি ? শুনে আমার জিব দিয়ে নাল পড়ছে—থাকতেও ইচ্ছা হয় না, তোমার কাছে আর লুকোচুরি করে কি হবে, বোধ হয় তুমি কিছু২ জানো ?

রাম। মহাশয় যে শিকারী বেড়াল—তা আমি বেস জানি, আর যার জন্য আপনার কলিকাতায় আসা—তাও আমি কিছু কিছু বুঝি ! এখন কখানা ওয়ারিন ঝুল্‌ছে সেটা খুলে বলুন দেখি—আমার কাছে আর লুকোচুরির প্রিয়জন কি ?

শশীনাথ। তা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, পাঁচ ছয়খানি হবে, মোদ্দা আর চলে না। প্রায় সকলে টের পেয়েছে যে আমি শিকারী বেড়াল। যাহা হউক এ Garden feast. না খেয়ে গেলে মনে বড় খেদ থাকবে, আর বল্‌তে কি আমার আজ চারি পাঁচ দিন ভাল করে খাওয়া হয়নি কেবল মুসুর দাল আর কাঁচকলা ভাতের উপর নির্ভর। রাত্রে ওয়ারিন ধরবার যো নাই, সুতরাং আজ মজা করে নিয়ে কাল সকালে গদা বেটাকে কলা দেখিয়ে চলে যাবো, বুঝ্‌লে কি না ?

গদাধর। যে আসতে আজ্ঞা হউক—আজ কি সুপ্রভাত যে আপনাকে স্বচ্ছন্দ শরীরে পুনরায় কলিকাতায় দেখিলাম।

পামর। হাঁ। আমার সব মঙ্গল বটে, কিন্তু আপনি যে রূপ আমার পরিবারের প্রতি আচার ব্যবহার করিয়াছেন বোধ করি আপনার ঋণ হইতে আমি কখনই মুক্ত হইতে পারিব না, যা হউক বন্ধুর কার্য্য যথার্থই করিয়াছেন। আপনার মঙ্গলের জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট সতত উপাসনা করিব।

গদাধর। যদি ঋণের কথা বলিলেন তো সে আমার, আমি যে কত উপকৃত আছি, তা কবার নয়। মহাশয় কি একা এলেন ?

পামর। না—চূড়ামণি, ক্ষেত্রনাথ, কুমার শশীনাথ আর রামলাল আমরা সকলেই একত্রে আসিয়াছি।

গদাধর। চূড়ামণি আর ক্ষেত্তর যে আবার ফিরে এলো ; এবার তাদের রকমটা ভাল নয়। আর না এসেই বা যায় কোথায় ?

পামর। সে যা হউক আমার কাছে আর তাদের থাকা হবে না, আমি তো এখন উদাসীনের মত—আমার আর মোসাহেব দরকার কি ? বরং আমি শশীনাথকে বলে দিব, তাঁর কাছে যাক্, সেখানে আদর হবে, আর লুকোচুরি বেস চল্‌বে।

গদাধর। আমিও তাই বলি যে ব্রাহ্মণের ছেলে দুটো মারা না যায়—মহাশয় সততঃ পরতঃ কোন রকমে ওদের একটা উপায় করে দিন [এই সকল কথা হইতেছে, ইতিমধ্যে কুমার শশীনাথ রামলালের সহিত পামর বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে আইলেন]।

শশীনাথ। How do you do ? তবে, সব ভাল তো Well how do you like the weather ?

পামর। আপনার অনুগ্রহে এক রকম অমনি আছি, আমার

কথা আর জিজ্ঞাসা করেন কেন, আমি তো আর দলভুক্ত নাই ?

শশীনাথ। Oh indeed! তুমি কি একেবারে বয়ে গ্যাছ, Well then, are you coming to the theatre ?

পামর। না মহাশয়! আপ্নি কোন্ থিয়েটারে যাচ্ছেন ?

শশীনাথ। Well I dont exactly recollect the name. গালতি গাধব না সালতি সাধব এই রকম একটা নাম হবে ?

গদাধর। মহাশয়ের এবার কি উপলক্ষে কলিকাতায় আসা হলো ?

শশীনাথ। To tell you the truth I want some money. তুমি যোগাড় করে দিতে পার ? আমি শীঘ্র আসল মায় সুদ চুকিয়ে দিব My নায়েব will be sending a mint of money. মাস দুয়ের মধ্যে And I really do not know what to do with it. কিন্তু আপাতত কিছু টাকার দরকার হয়েছে, যোগাড় করে দিতে পারো ?

গদাধর। বোধ হয় দিতে পারি! আপনি টাকা তো দুই মাস বাদে দিবেন; কিন্তু কিছু বন্ধক না দিলে সুবিধা হবে না, Plain নোটে টাকা বড় সহজে পাওয়া যায় না, আপনার কাছে বলা ভাল, এতে আর লুকোচুরি কি ?

শশীনাথ। Oh indeed ? আমি টাকা শীঘ্র ফেলে দেব, তার আবার বন্ধক কি ? বরং সুদ ৪৮৲ টাকার হিসাবে দেব, আমার friends সব এই হারে দেন Now will that satisfy you এতেতো আর লুকোচুরি নাই।

গদাধর। (পামর বাবুর কানে কানে) মহাশয় কি আজ্ঞা করেন ?

নিয়েই বজ্জাতি কোরে বলে "গলায় দিলেম"। প্রতি দিনেই এক একটা নূতন নূতন আবদার বেরুতে লাগলো। সেই সময়ে আবার অভিনয়ের আমোদ বেড়ে উট্‌লো, কতকগুলো বায়ুস্তরে গোচ ছেলে এসে জুটলো, নাটক না হতে হতেই সূত্রধর হয়ে দেখা দিলেন, তুদিন চাদ্দিন পরে তাহা ভাল বিবেচনা না হতে, গাঁজাকে তৎপদে নিয়োগ কোল্লেন। ফলে চরসকেও চটালেন না। তুইই চোলতে লাগলো। আবদারে বাবু চরসের নাম রাবণ আর গাঁজার নাম রাম রাখলেন। যখন যে বিষয়ের ইচ্ছে হোতো, রামকে কি রাবণকে ডাক বোল্লে অমনি এডিক্যাম্প বাবুরা চরস কি গাঁজা সেজে তয়েরি কোত্তো। শেষে রঙ্গ ভূমিতে সুরা রূপা নটী দেখা দিলেন, তাঁর ভাব ভঙ্গিতে আবদারে বাবু মোহিত হোয়ে গেলেন। সুরার অভিনয়ে কত আমির ওমরা, রাজা রাজড়ার দফা নিকেশ হয়েচে! আবদারে বাবুর তখন রিক্ত হস্ত, মার কাছ থেকে আবদার কোরে যা নিতেন, তাতে আর আমোদের চূড়ান্ত হোতোনা। প্রথমতঃ আমাদের ইহুদি আতর ওয়ালাকে ফোরটী এইট পারশেণ্টে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে টাকা ধার কোরে রকমারি নিয়ে আমোদ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। সেই সময়ে আবদারে বাবুর দলটা খুব বেড়ে উট্‌লো। যেখানে বিয়ারিং পোষ্টে মদ চলে, অনেকেই পায়ের ধূলো দিয়ে অনুগত হয়ে থাকে। দিন২ যত রকম রকম লোক যুট্‌ছে, আবদারে বাবুর ওদিকে খরচও তত বেড়ে উট্‌চে। বড় মানুষের ছেলে বোলে মনে একটা খুব সাহস ছিল, যে বয়েস প্রাপ্ত হলেই বিষয় পাবেন। শতকরা কুড়ীটাকা, তিরিশটাকা, চল্লিশটাকা, হতে হতে হনড্রেড পারশেণ্ট-এমনি কোরে সুদ লিখে টাকা ধার কোরে আমোদ কোত্তে লাগলেন, মধ্যে২ তু একদিন ছুট্‌কে পোড়ে অবিদ্যাদেরও আন্‌তে লাগলেন। আমাদের সীমা ছিল না।

ক্রমে বাবু এমনি তৈয়ারি হয়ে উট্‌লেন যে যার বাড়িতে যেতেন, তার বাস্তুর মাথা কেঁপে উট্‌তো আর থর্‌হরি কম্প লাগিয়ে দিতেন। এক দিন আবদারে বাবু কোন লোকের বাড়ীতে এসে এমনি বেল্‌কোমো আরম্ভ কোরেছিলেন, যে বাড়ী সুদ্ধ লোক ত্রিতিব্রক্ত হয়ে গ্যালো, আঁস্‌সে কিছুতে না পেরে রাগে, দুঃখে, আর কথায় বলে "বোবার শত্রু নাই" বিবেচনা কোরে মান কোরে বোস্‌লো। বাবুর তো কোন বিষয়ে কমী ছিল না, অমনি চূড়ো ধড়া পরে কৃষ্ণ সেজে "অপরাধ ক্ষমা কর শ্রীমতি রাধে" "রাধে ধৈর্য্যং" "প্যারি ধৈর্য্যং" বোলে বদন অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা যুড়ে দিলেন। কোন দিন কোথাও রামযাত্রার হনুমান সেজেই নৃত্য কোচ্চেন। তবে গুণের মধ্যে এই, একটু ওর মধ্যে লুকোচুরি ছিল।

কিছু দিন পরেই হ্যাণ্ডনোট গুলির ডিউ ক্রমেই ওভার হয়ে এলো। কেহ চিঠির দ্বারা, কেহ উকীলের দ্বারা তাগাদা কোচ্চে। বাবুর সে সময়টা আজও যেমন কালও তেমন, প্রথমতঃ কাহার নিকট চিত হস্ত না করিলে আর উপড় হাত করবার ক্ষমতা ছিল না। আবদারে বাবু কাকেও হ্যাণ্ডনোট রিনিউ কোরে থামালেন, কারেও হাঁটা হাঁটী করিয়ে ভাঁড়াতে লাগ্‌লেন। দিন কতক পরেই নিমন্ত্রণের পত্র বেরুলো, কাহার একপার্টি ডিক্রী হোলো কাহারো কেস আবদারে বাবু ডিকেণ্ড কোল্লেন, ফলে ডিক্রী হোলো। গা ছোঁবার ব্যাপার হতেই, মায়ের কাছে গিয়ে কেঁদে বোল্লেন "মা! আমি কি লাল কড়িকাট গুণ্‌বো সেই হোলেই কি ভাল হয়?" আবদারে বাবুর মা একজিকিউটরকে বোলে কটা বিষয় থামিয়ে দিলেন। তখন এক রকম বুক বেঁদে গ্যালো, আর পূর্ব্বাবধিই বোলে আসা হোচ্চে, যে বুড় মানুষের ছেলে, বাপের বিষয় থাক্‌তে কে আর

রাম। আজ্ঞা হ্যাঁ আমি কিছু কিছু বুঝি। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই বারবার পা গাড়িতে যেতে হবে না কি? না হয় একখানা ছকড়া ভাড়া করবেন?

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, টালায় হরগোবিন্দ বাবুর বাগানে উপস্থিত হইলে, সেখানে সমাদর করিয়া শিকারী বিড়াল বাবুকে বিলক্ষণ মদ্যপান করাইল এমন কি নেসাতে অবশ হইয়া, সেইখানে অবস্থিতি করিতে হইল। অন্য২ বাবুরাও পেকে উঠলেন— মজা তাহদ্দ হইতে লাগিল, কোন বাবু গাইতে লাগ্‌লেন, কোন বাবু ডাইনে বাঁয়া ছোড়া ছুড়ি করিতে আরম্ভ করিলেন, কোন বাবু বা জমি নেওয়াতে তাহাকে জলে চোবাইতে লাগিল, আহারাদি কাহার বা হইল কাহারও বা না হইল। এই রূপে Garden feast over হইয়া গেলে বাবুরা নিজ নিজ প্রস্থান করিলেন। কুমার শশীনাথ ও রামলালের চেতন হওয়াতে দেখ্‌লেন, যে টাকা গুলি পামর বাবুকে ফাঁকি দিয়ে এনেছিলেন সে গুলি পকেটে নাই—সুতরাং অতি বিষন্ন বদনে রাস্তায় আসাতে আদালতের লোক কর্তৃক ধৃত হইয়া কলিকাতার বড় জেলে অধিবাস করিলেন। কিছু কাল পরে রামলাল খালাস হইয়া পুনরায় চিনেবাজারে বঙ্কুবিহারি বাবুর সহিত দালালি করিতে লাগিল, এবং তাহাতে দশ টাকা রোজগার হইতে আরম্ভ হইল। কুমার শশীনাথ জেলে ওলাউঠাতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

আবদারে ছেলে বানে ভরা।
বুঝিয়ে যে নাহি চলে পরে দুঃখ পায়।
সবার উচিত বুঝে চলা এবিধায়।
আয়ের অধিক ব্যয় করে যেইজন।
অবশ্য হইবে নিঃস্ব জানিবে সেজন।

উচিতচাঁদ পাল একলা মায়ের এক ছেলে, আবদারে বাবু বলে বিখ্যাত ছিলেন। আবদারে বাবুর কলিকাতার টিঃ স্থলে নিবাস (বি, টি,) BT; গুরুমারা বিদ্যা হতেই সরস্বতীকে ফারখত লিখে দিলেন। একটু মাথা ঝাড়া না দিতে দিতেই এঁচোড়ে পেকে ইয়ার হয়ে পোড়লেন, ক্রমে২ দুটি দশটী বাপে তাড়ান, মায়ে খেদান, এডিক্যাম্প এসে জুটলো। প্রথমতঃ একটা ক্লব স্থাপিত হোলো তার পর সমাজ, সমাজের পত্রিকা হতেই আর বিয়ারিং পোষ্টে চোললো না, টাকার দরকার হোলো। আবদারে বাবু নাবালক, পিতৃহীন, হাতে বিষয় পড়েনি, মরণ বাঁচন এক্‌জিকিউটারের হাত, টাকার জন্য সহজেই মায়ের উপর ভারি তম্বি আরম্ভ কোল্লেন-আজ দশটাকা-কাল কুড়ি টাকা দাও, এমনি হতেহতেই টাকা ও আবদার দুই বেড়ে উটলো-আজ আমাকে ২০০ টাকা না দিলে গলায় ছুরি দিয়ে মোরবো। মায়ের প্রাণ! কেমন করে সইবে? মেয়ে মানুষের যে বিদ্যা থাকলে অতিশয় বুদ্ধিমতী হয়, তা তাঁর ছিল; কিন্তু আবদারে ছেলে আবদার কোল্লে আর ততটা বিবেচনা কোত্তেন না, সহজেই টাকা বার কোরে দিতেন। ক্রমে ক্রমে আবদার বেড়ে উটলো কোন দিন ভোঁতা জাঁতি খানা

পরলোকে ব্রাহ্মণ টাকার জন্য দিব্বি সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত, অধিক কি বলিব সেই দেশে লক্ষহীরা নামে একটী অবিদ্যা বাস কোত্তো, তাহার বাটীর সম্মুখে এক স্থলে ক্ষাণিকটে জল দাঁড়াত, যাবদীয় লোকে তাহাতে নাবিয়া গমন করিত, ব্রাহ্মণ টাকার স্তুপে তাহা লম্ফ দিয়া যাইত। সেই সময়ে অপর এক দেশে এক ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করিয়া বিপুল বিভব সঞ্চয় করিয়াছিল, কিন্তু লোকালয়ে তাহার দুর্নামের পরিসীমা ছিল না। দস্যু মনে২ করিল যখন বিপুল বিষয়ের অধিপতি হইয়াছি, তবে এ দস্যু বৃত্তিতে আর কি প্রয়োজন আছে? যাহাতে লোকালয়ে মান সম্ভ্রম হয় এমত করি; কিন্তু এদেশ হইতে গমন না করিলে এ দুর্নাম হইতে পরিত্রাণ পাইব না। এমত বিবেচনা করিয়া দস্যু ঐ লক্ষেশ্বরপুরে সন্ন্যাসির বেশে আসিয়া বাস করিল। তাহার সচ্চরিত্র ও ব্রহ্ম নিষ্ঠার যাবদীয় লোকে অত্যন্ত প্রিয় হইল। সেই সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ তীর্থ পর্য্যটনে মানস করিয়া ভূপতিকে শোষক জ্ঞানে ও অপর লোকেদের অবিশ্বাসি ভাবিয়া আপনার বিষয়াদি একটা সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়ে ঐ সন্ন্যাসির নিকট রাখিয়া তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিল। সন্ন্যাসি চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া আসিয়াছে, সহজে তাহার সে স্বভাব তো পরিবর্ত্তন হইতে পারে না? অপর একটী সেইরূপ সিন্দুক প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে কতকগুলো আগোড়ম্ বাগোড়ম্ পুরে সেই স্থলে রাখিয়া ব্রাহ্মণের সিন্দুকটী আপনার ধন সামিল করিয়া বাজেয়াপ্ত করিল। কিয়দ্দিবস পরে ব্রাহ্মণ তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সন্ন্যাসির স্থাপিত সিন্দুকটী বাটীতে আনিয়া খুলিয়া দেখিল, যে যথোচিত বিশ্বাসঘাতকতা হইয়াছে। লিখিত পঠিত কিছুই নাই, ধনশোকে ব্রাহ্মণ দিন২ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িল। একদিন সেই লক্ষ হীরার বাটীর সম্মুখের খানাটী পার হইবার কথা আর কি বলিব,

লম্ফ দেওয়া দূরে থাকুক, সেইটুকু চলিয়া যাইতেও ব্রাহ্মণের যথোচিত কষ্ট হইল। সেই সময়ে লক্ষহীরা আপন কিঙ্করীর সহিত ছাদে বসিয়া ছিল, ব্রাহ্মণেরা অবস্থা দেখিয়া দাসীর দ্বারা তাহাকে ডাকাইয়া সমস্ত তদন্ত জানিয়া কহিল; আমি তোমার টাকা দেওয়াইয়া দিব। তৎপরে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে কোরে লয়ে একটু দূরে সন্ন্যাসির নজরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে কহিল, মহাশয়! আমার নাম লক্ষ্যহীরা, আমি বিপুল বিষয় সঞ্চয় করিয়াছি, আমার এক সহোদর ভাই ব্যতীত আর কেহই নাই। সে কএক মাস হইল নিরুদ্দেশ হয়ে গ্যাচে, আমি মনে কোরেচি তার অন্বেষণ কোরে আনবো, কিন্তু আমার বিষয়াদি মহাশয়ের নিকটে রাখিতেই বিশ্বাস হয় যেহেতু আপনার ধনস্পৃহা নাই। সন্ন্যাসির তখন পূর্ব্ববৎ মদে হয়েচে, মনে মনে ভারি আনন্দ হইল। তৎপরে সম্মুখে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া মনে মনে করিল এতো এখনি আমার স্বভাব প্রকাশ কোরে ফেলবে, উহার সামান্য লক্ষ টাকা লয়েচি বৈতো না। লক্ষহীরার কত ক্রোর ক্রোর টাকার বিষয়! এই প্রকার চিন্তা তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া কহিল, ঠাকুর! তুমি যে তোমার বিষয়াদি আমার নিকটে রেখে গ্যালে আর নিয়ে যাও না কেন? এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে তাহার সেই সিন্দুক দিতে, ব্রাহ্মণ তাহা মাথায় কোরে নৃত্য কোত্তে লাগলো। লক্ষহীরা সন্ন্যাসিকে কহিল, মহাশয়! এই ব্রাহ্মণ যে আমার ভাই? তবে আর মহাশয়ের নিকট টাকা রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া লক্ষ্যহীরাও নৃত্য করিতে লাগিল। এই দেখে লক্ষহীরার দাসীও নেচে উট্‌লো। সন্ন্যাসীও দেখে২ নৃত্য যুড়ে দিল। সেই সময়ে লক্ষহীরার দাসী কহিল

হীরা নাচিতেছে কোরে পর উপকার।
ব্রাহ্মণ নাচিছে পেয়ে হারাধন তার॥

জাঁহুরে যায় ? মাঝে মাঝে প্রায় টাকা ধার কোরে এক একবার ঐ রকমে পরিশোধ করেন। কিছু দিন পরেই বয়েস প্রাপ্ত হোলো। বাপের বিষয় পেতে আর ধুমধামের পরিসীমা ছিল না। যখন যা মনে আসে তাই করেন। কখন হোটেলের খানা আনিয়ে আমোদ আহ্লাদ কচ্চেন, কখন তেলেভাজা ফুলরি বেগ্‌নির সহ রকমারি নিয়ে ইয়ারকি দিচ্চেন। আজ স্যামপেন ঢালোয়া—কাল ব্রাণ্ডির মোচ্ছব—পরশু পাঁচ রকম লোক এসে যোটে। কোথায় কাহাকে টিকি কেটে সন্দেশের সঙ্গে ফ্যান্সি বিষকূট দিয়ে খাওয়াচ্চেন। কোথায় কাহাকে ডাবের জলে এমিটিক দিয়ে খাওয়াচ্চেন। কোথায় কেহ নেশায় অচেতন হয়ে পোড়ে আছে। কোথায় কেহ হাত পা আছড়াচ্চে, কোথাও কেহ গড়াগড়ি দিচ্চে, কোথাও কেহ বমি কোচ্চে, কোথাও কেহ ছুটো হাত তুলে ইংরাজী লেকচার দিচ্চে, কোথাও কেহ বাঙ্গালায় বক্তৃতা কোচ্চে। আবদারে বাবুর চকড়বা ও আমোদ আহ্লাদের পরিসীমা ছিল না! কখন কেহ ছাতারে নাচ নাচ্চে, কখন কেহ হাড়িচাঁচা হোচ্চে, কখন কেহ কালামুখো প্যাঁচা হয়ে বসেচে, আবার কখন ব্রাহ্ম হয়ে সকলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিচ্চেন, কখন বা দোল দুর্গোৎসবে আমোদ আহ্লাদ কোচ্চেন। কখন বা সত্যবতীর স্মৃত হয়ে বোস্‌চেন। কোন বিষয়ের কমী ছিল না, কমের মধ্যে কেবল বুঝে চলেন নি। বুঝে না চলা যে কত মজা তা যারা ঠেকে শিখেচেন, তারাই ভাল বোল্‌তে পারেন। তবে যে ঠেকেও শিখে না, তাকে আর কি বোল্‌বো ? দ্বিপদ বিশিষ্ট নরপশু ভিন্ন আর কি বোল্‌তে পারা যায় ? আবদারে বাবুর আজ বড়দিন—কাল কালীঘাট, পরশু বাগান, এমনি প্রতিদিন একটা না একটা কাণ্ড আছেই আছে। অনবরত আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় আরম্ভ কোত্তেই বাস্তুপুরুষের টনক নোড়ে উট্‌লো,

কমলা কাঁপ্তে লাগ্‌লেন, হিতৈষী বন্ধু বান্ধবদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হোতে লাগ্‌লো, প্রিয়বাদিনী বণিতার পরিতাপের পরিসীমা ছিল না, জননী যেন মৃত্যু শয্যায় পোড়্‌লেন। কলসিয় জল অতি অল্প পরিমাণে খরচ কোল্লেই শূন্য হয়, আবদারে বাবুর ক্রমে২ ভিতর ভোয়া হতে লাগ্‌লো। পুনর্ব্বার হ্যাণ্ডনোট লিখ্‌তে আরম্ভ কোল্লেন; সে সময়ে ধারে হাতিটে পেলেও কিনে বসেন। শেষে আজ তালুকখানা, কাল ভাল বাড়িখানা পরশু ভদ্রাসন ও বাগান, এমনি কোরে ক্ষয় রোগের ন্যায় দিন২ হ্রাস হোতে লাগ্‌লো। শেষে আপনি একটী কলির কাপের মতন মুরদ হলেন। নির্বিষ সাপের কুলোপারা চক্রের ন্যায় কেবল ফোঁষফোষানিটী রইলো। পৃথিবীতে কত রকম লোক আছে তা বোল্‌তে পারিনে। সহৃদয় মহোদয়ের মনোমধ্যে দুঃখের সীমা ছিল না। কতকগুলো লোক আহ্লাদে নেচে উট্‌লো। আবদারে বাবু সর্বস্বান্ত হয়েও ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারেননি। তখনও কতকগুলো ওয়ারেণ্টের ভয় ছিল। সহজেই গা ঢাকা দিয়ে দিনকতক লুকিয়ে রইলেন। তবে শাকের প্রাণ, হাজার মনঃমধ্যে দুঃখ হলেও আমোদটী থাকে, এজন্য দিনের বেলা কোটরে বাস কোত্তেন, এবং রাত্রে প্যাঁচার মতন এক একবার বেরুতেন। আবদারে বাবু মদ খেয়ে পক্ষীদলের সহিত কৌতুকামোদ কোরে ছাতারে, হাড়িচাঁচা প্যাঁচা প্রভৃতি সাজতেন, কিন্তু সে সময়ে প্রকৃত প্যাঁচা হয়ে পোড়লেন লোকে কথায় বলে, "মড়ার উপর খাড়ার ঘা" পূর্বেই বলা গিয়াছে যে, লোক কত রকমেরই আছে। আর টাকার শোক বড় সহজ কথা নহে। এ কথায় আমার একটা গল্প মনে পড়ে গ্যালো। তাহাও এই স্থলে পাঠক মহোদয়দের বোলে যাই। লক্ষেশ্বরপুরে ডঙ্কেশ্বর ক্রোড়ফক্কা নামে এক ব্রাহ্মণের লক্ষ টাকার বিষয় ছিল, পত্নি পুত্রের

রঙ্গ দেখে আমি দাসী নাচিতেছি তাই।
সন্ন্যাসি গোঁসাই তুমি কেন নাচ ভাই ॥

সন্ন্যাসী কহিল

কি কব সে কথা আর মাথা মুণ্ড ছাই।
বেটি কি আক্কেল দিলে বলিহারি যাই ॥

এই গল্পটীতে মেয়ে মানুষের চেয়ে আর কাহারো বুদ্ধি নাই; অসচ্চরিত্র লোকের স্বভাব শিগ্‌গির সোদরায় না; আর ধন শোকের চেয়ে লোকের কোন শোক নাই; এই উপদেশ পাওয়া যায়।

আমাদের আবদারে বাবু গা ঢাকা দিতে, (আর সে সময়ে তাঁর তা ভিন্ন আর কোন উপায় ছিল না) পাওনাদারেরা টাকার শোকে ছট্‌ফট্‌ কোরে বেড়াতে লাগলো। টাকার যে কেমন শোক তা অনেকেই জানেন। অনর্থক একটা টাকা গেলে লক্ষপতিরও কিঞ্চিৎ দুঃখ হয়। লোক আবদারে বাবুকে রাশি২ টাকা ঢেলে দিয়েচে, কিন্তু এখন কি কোরবে তা আর ভেবে কিছু স্থির কোত্তে পাচ্চে না। কতদিকে কত গোয়েন্দা বেড়াচ্চে, উকিলের বাড়ী ক্রেডিটর্‌দের কমিটী হোচ্চে, কৌঁশুলির ওপিনিয়ন নিচ্চে, কিন্তু ছেলে ভারি পাকা, গা ঢাকা যা দিয়েছিল, তা তখন কেহই গায়ে হাত দিতে পারেনি। রাত্তির দশটার পর কি রবিবারে আর ওয়ারেন্টের ভয় থাকে না, সেই সময়ে দিব্বি আমোদ আহ্লাদ কোরে আহ্লাদে গোপাল হইয়া বেড়াতেন। দিনকতক পরেই সেটা একটু ঢাকা পোড়তে আবার মুখনেড়ে বেড়াতে লাগলেন। স্বভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, মনে২ সেই সকলই ছিল, তবে এদিক নাই বলেই যা বলুন। মুখের আস্ফালনটা আরো বেড়েছিল, যে কখন আবদারে বাবুর বাড়ী মাড়ায়

নি, তাঁর হাত তোলার বিষয়ে মহাপাতক বিবেচনা কোত্তো, এমন লোককেও ভিখারি ও তাঁর অনুগত বোলে আস্ফালন কোত্তেন। এক দিন কোথা থেকে তিন জন লোকে বিবাহের পত্র হওয়াতে আবদারে বাবুর বাড়ীতে তত্ত্ব এনেচে, বাবু আস্ফালন কোরে তিন জনকে তিনটে টাকা দিতে বোল্‌লেন। তখন আর তো সেকাল ছিল না, চাকর ব্যাটা সৃষ্টি খুঁজে শেষ কতকষ্টে ছয় আনা পপসা এক দোকান থেকে হাওলাত করে দিয়ে বিদায় কোরেছিল এই অবধি রহিল। আবদারে বাবুর অন্যান্য বিষয় যাহা বাকি রহিল, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ হইবে।

পাঠক মহাশয়রা! আবদারে বাবুর বিষয়ে আমরা কাহাকেও লক্ষ করি নাই। এই বান্‌কে ছেলের গল্প ছলে, বুঝে চলার উপদেশ দিলাম; এবং তাহা সফল হইলে আমরা কৃতার্থ হইব। ইহা পাঠ করিলে বোধ করি এক্ষণে অনেকেই বুঝে চোলবেন; বুঝে চলাপেক্ষা আর কিছুই নাই। এ বিষয়ে আমাদের তাহাই উদ্দেশ্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

"পাঁটা মরে বৈষ্ণব"।

মায়াবশে মন তুমি দেখিচ স্বপন।
তিনি ভিন্ন এ ভুবনে অন্য কে আপন॥
অনিত্য সংসারে যিনি নিত্যময় ধন।
সবারি উচিত করা তাহারি সেবন॥

সন্ন্যাসি কোলু কিয়দ্দিবস পরে শিঙ্গে ফুঁকলেন, (পাঠক মহাশয়রা এই বেলা একটু২ হেসে নিন্ এর পর যত শেষ তত ক্লেশ) রাখালি বাপের সমস্ত বিষয়াদি পাইল, (চাট্টে ঘানি গাছ, দুখানা

খোলার বাড়ী, চার পাঁচশো টাকার সোনা রূপার গহনা আর এল্‌বাক পোষাক) সে সময়ে ক্ষেত্রনাথের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না, কোন দিন ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ, কোত দিন কোথাও অতিথি হয়ে, কোন দিন আলাপী লোকের বাটীতে গিয়ে পেট টেলে আসতেন, পরনের কাপড় চেয়ে চিন্তে কোনমতে লজ্জা নিবারণ কোত্তো। বণিতার বিষয় পাবার কথা শুনিয়া মনে করিল, এ সময়ে তলায় গিয়ে থাকিলে আর আমাকে কষ্ট ভোগ করিতে হবে না, আর তাহাকে বিবাহ করিয়াছি, জাত যেতে আর বাকি কি আছে ? জাত গেল পেট না ভরাই কেন ? তবে একাল পর্য্যন্ত তাহার সহিত যে ব্যবহার কোরে এসেচি, তাহাতে যেতেও শঙ্কা হোচ্চে, মুখ দেখাবার তো পথ রাখিনে ? তবে সে একটু লেখাপড়া জানে, আর শুন্‌চি সচ্চরিত্রে আছে ; পতিকে কোনমতেই পরিত্যাগ কোত্তে পারবে না। ক্ষেত্রনাথ এইরূপ বিস্তর চিন্তা করিয়া একবার এগিয়ে একবার পেচিয়ে, শেষে রাখালির বাটীতে গিয়ে উপস্থিত হইলেন। রাখালি ক্ষেত্রনাথকে যা সেই বিবাহের রাত্রে দেখেছিল, তার পর পতি কেমন এ আর সে জান্‌তো না। কিন্তু পতিব্রতাদের যে সকল লক্ষণ রাখালিতে সে সমুদায়ই ছিল, পিতার বিষয়াদি পাইয়া পতি অভাবে ক্ষণ কালের জন্যেও তার মনে সুখ ছিল না, সর্ব্বদাই বিরস ভাবাপন্না থাকিত, ও বিফল জীবন বলিয়া অনুতাপ করিত। রাখালি ক্ষেত্রনাথকে চিনিতে না পারিয়া কহিল, "কে গা বাবাঠাকুর" আপনি ভদ্র সন্তান দেখ্‌চি আমার বাড়ির ভিতর আসা আপনার কোন ক্রমেই উচিত হয় নি। ক্ষেত্রনাথ হস্ত যোড় করিয়া কহিল, "আমি তোমার ঐ চরণের গোলাম আমাকে কি এখনো চিন্তে পার নাই" ? যাহোক প্রিয়ে ! আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার নিকট বিস্তর অপরাধ কোরেচি,

আমার নাম "ক্ষেত্রনাথ"। রাখালি লজ্জায় নম্র মুখে আড় নয়নে ক্ষেত্রনাথকে দেখিয়া মনে২ করিল আমার "তিনিই বটে"। কিন্তু প্রথমত কোন কথা না কহিয়া ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিল। ক্ষেত্রনাথ অপরাধ মার্জ্জনার জন্য বিস্তর বিনয় করিয়া, পায়ে ধরিতে উদ্যত হইল। রাখালি কহিল, আপনি করেন কি? জীবদ্দশায় তো যথোচিত দুঃখ দিলেন, আবার পরকালের বিপদ কচ্চেন কেন? রমণীর পতিই গুরু, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যাগ, যজ্ঞ, ব্রতাদি যে কিছু বল এক পতি সেবার কাছে কিছুই নয়। প্রাণনাথ! আমি এমন হতভাগিনী, এমন জন্মও আমার হয়েছিল, বুঝি বিধাতা এগুলি সব লুকোচুরি করেছিল। সে যাহা হউক এখন যে তোমায় পাইলাম আমার সেইভালোতেই ভালো। ছেলেবেলা শিব পূজা করেছিলাম যেন মনের মত পতি পাই; আর মনের সাধে সেবা করি, সে আশা বুঝি এতদিনের পরে সফল হোলো। প্রাণনাথ! এখনতো প্রাণ থাকতে আর তোমায় ছেড়ে দিব না! তোমায় কিছু করিতে হইবে না। আমার যাহা কিছু ধন মন, প্রাণ সব তোমাকে উপহার দিলাম, তুমি পরম সুখে উপভোগ করহ। ক্ষেত্রনাথের চতুর্দ্দিকে অষ্টরম্ভা ফলাতে তথাস্তু বলিয়া পরম সুখে রাখালির সহিত কালযাপন করিতে লাগিল।

ব্রজ, পঞ্চানন, রাম বশাখ, চূড়ামণি ও অন্যান্য সকলে পুঁজিপাটা না থাকাতে বেলেঘাটায় দালালি করিতে লাগিল।

পামর বাবুর পুরাণ জ্বর হওয়াতে ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু বাবু প্রাণপণে বিস্তর চিকিৎসা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার হইল না, পীড়া দিনং বৃদ্ধি হইতে লাগিল। গদাধর ও তাঁহার স্ত্রী পুত্রেরা সর্ব্বদাই তাহার নিকটে বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করিত।

রোগী এত যে ক্লেশভোগ করিতেছিল কিন্তু ডাক্তরে জবাব দেওয়াতে তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, প্রিয়ে! বুঝি এতদিনের পর তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হোতে হলো। মনে করোনা যে আর দেখা হবে না, লোকান্তরে পুনরায় উভয়ে মিলন হবে। আমার কিছু মাত্র ক্লেশ কি যন্ত্রণা নাই, রোগকে আর রোগ বলেও গ্রাহ্য কবি না। দেখ প্রিয়ে! ঐ পশ্চিমদিকে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, কিবা নভোমণ্ডলে দিনকরের রক্তিম শোভা হইয়াছে—গঙ্গায় বা কি মনোহর ছায়া পড়িয়াছে। প্রিয়ে! তুমিতো এ সকলি দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু ঐ নবীন জটাধারী মহাপুরুষ আমায় ডাকছেন তাহা কি দেখিতে পাও? বায়ু মন্দ২ বহিতেছে—কোকিল কিবা মধুর স্বরে কুহু২ ধ্বনি করিতেছে আর পৃথিবীর কি শোভা হইয়াছে! আজ আমার মন প্রফুল্লিত ও উদাস হইয়াছে। সেই প্রভু দয়াময় আমার হৃদয়ে বসিয়া অভয় প্রদান করিতেছেন, বুঝি এতদিনের পর সকল যন্ত্রণা ও পৃথিবীর সুখ দুঃখ শেষ হইল। এখন সেই পরম পিতা যদি আমায় ক্রোড়ে লন, তবে আমার সকল আশা সংপূরণ হইবে। প্রিয়ে! আমাদের সুখ দুঃখের কর্ত্তা সেই দিননাথ; আর তিনি যাহা করেন, তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্য। এ সংসারে কেহ কারো নয়—আর কিছুই সঙ্গে যায় না।—ভাই বন্ধু স্ত্রী পুত্র সমুদ্রের ঢেউর ফেনার মত—প্রিয়ে! এ সংসারে সকলি অসার—কেবল সার সেই পরমার্থ ধন। মনে করো না যে আমার আর ক্লেশ হবে—আমি অনিত্য তেজিয়া নিত্য সুখের সুখী হইব—তবে সম্প্রতি কিছু দিবসের জন্য আমরা দেহেতে বিভিন্ন হইব—কিন্তু আমার আত্মা তোমার নিকট সতত থাকিবে। গীত। এখন—

"ভাব সেই একে। জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।

যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাই যার, সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাঁকে।" পত্নী এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া স্বামীর গলদেশে হাত দিয়া, অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। স্বামী বলিলেন যদিও আমি ধর্ম্মভাবে তোমার অযোগ্য, কিন্তু প্রেমভাবে তোমাতে সর্বদা সংযুক্ত, আমার এখন আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্দীপন হইতেছে, ও তোমাকে ঐ ভাবে দৃষ্টি করেতেছি। আমি তোমার শরীর দৃষ্টি করিতেছি না, কিন্তু তোমার আত্মা দেখিতেছি। এই মাত্র মনে রাখিও, যে যাহা পার্থিব তাহা ক্ষয়শীল, যাহা আধ্যাত্মিক, তাহা চিরস্থায়ী। পার্থিব সুখ, সুখ নহে—আধ্যাত্মিক সুখই সুখ যে পর্য্যন্ত সকল পার্থিব ভাব আধ্যাত্মিক ভাবে বিলীন না হয়, সে পর্য্যন্ত সুখের ভাব আত্মাতে উদয় হয় না! সেই সুখের আভাস আমার আত্মাতে প্রেরিত হইতেছে, ও ঐ সুখ বাক্যের দ্বারা বর্ণনাতীত। যদি মনুষ্য সেই সুখ পাইবার ইচ্ছা করেন তবে সকল বাহ্য বস্তু ও বাহ্য কার্য্য আত্মার অধীন করিয়া, আত্মার শীতলতা প্রাপ্ত হইতে পারে। তুমি যে মনে করিতেছ যে আত্মার মৃত্যু উপস্থিত—তাহা মনে করিও না। পরমেশ্বর ধন্য! মৃত্যু মৃত্যু নয় মৃত্যুকে কেবল পার্থিব ভাবের বিনাশ, ও আত্মা প্রকৃত আধ্যাত্মিক ভাব ধারণ করিয়া ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারে। স্ত্রী এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া উর্দ্ধ দৃষ্টি করতঃ করজোড়ে স্বামীকে বলিলেন, হৃদয়নাথ তুমি যে এত ঈশ্বর পরায়ণ, তাহা আমি জানি না, কত শতবার তোমার প্রতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করিয়াছি তাহার ক্ষমা কর, ও যে সকল সদুপদেশ প্রদান করিলে তাহাতে আমার বৈধব্য যন্ত্রণার হ্রাসতা হইবে, ও আমি এই প্রার্থনা করি যে তুমি পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হও। এই কথা বলিতে২ প্রেমেতে বিগলিত হইয়া স্বামীর বারম্বার মুখ চুম্বন ও পদ-

ধূলি লইতে লাগিলেন, ও স্বামী স্ত্রীর ক্রোড়ে মস্তকে রাখিয়া দুই হস্ত যোড় করিয়া মুমূর্ষু হইলেন।

অগ্রেই বলা হইয়াছে যে পামর বাবুর স্ত্রী অতি সতী সাবিত্রী, আর ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন, স্বামীকে মুমূর্ষু দেখিয়া তিনি কান্দিতে২ বলিলেন, হৃদয়বল্লভ! আমি তোমা বৈ আর কিছু জানি না। তোমাকে ছেড়ে আমি কেমন কোরে থাকবো? যেখানে তুমি যাইবে সেই খানেই আমি যাইব !!!

[সমবেত কান্না।]

পাঠক মহাশয়! এই বারে বিদায়, কিন্তু যাই যাই করেও যেতে পাচ্চি না, বলি সুহৃমুখে এলেম আর অমনি মুখে চলে যাব, দুটো কেচ্ছা কি বায়েত ঝাড়বো না—দেখো যেন কোন হাঙ্গাম হয় না—আর বল্‌তে কি, কথাও কহিতে ইচ্ছা করে না, তবে যদি বল কত২ প্যাঁচা, কাকে, কা, কা, কচ্চে, সেগুলো বেহায়া, নাক্ কান কাটা, তারা লজ্জার মাথা খেয়ে বেরিয়েছে। আমরা কি তাদের সঙ্গে ধর্ত্তব্য; তাদের গুণের কথা এক মুখে প্রকাশ হয় না, শত মুখে ঝাল ঝাড়লে তবে যদি কিছু বোরোএ।

কলিকাতার লুকোচুরি অদ্ভুত! আর সহরের কতক২ নব্য বাবুরাও হাফ ভুত, কেবল মজা নিয়ে আছেন। আজ কালীঘাট, কাল বারাকপুর, তার পর মধুর শনিবার। রবিবারের বাগান তো আছেই, তাহার কথা নাই; বাড়িতে ব্যায়ারামই হোগ, কর্ম্ম কাজই থাক, অথবা আকাশ ভেঙ্গে পড়ুক, বাগান যেতেই হবে। বাছাদের এত আটা যদি লেখা পড়ায় হতো, তা হলে আমাদের দেশের মঙ্গল আর লেখকদিগের পরিশ্রমের সমতা হতো, কিন্তু এ বিষয়ে এত যে লেখা হইতেছে, তাহার ফল তো কিছু মাত্র দেখা যায় না? এ সওয়ায়

কোম্পানির বাগান, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, খড়দহের বিগ্রহ দর্শন, প্রভৃতি কত রকম যে আমোদ হয়, তা বল্‌বার নয়। আজ কাল যেমন বারোয়ারি পূজার কম পড়েছে, তেমনি শকের যাত্রা, কনসরট্‌, ও থিয়েটারি বেড়েছে। দুগ্ধপোষ্য বালক যাহায়া রাম নাম উচ্চারণ করিতে পারে না, তারা দিব্বি নেচে গেয়ে পরকালের মাথা খাচ্ছে। যদি বালকদের পিতা মাতা কেহ জিজ্ঞাসা করে যে কোথা যাচ্চো— তো বলে পিসিরবাড়ী যাচ্চি—না হয় তো বারোয়ারি দেখতে— অথবা শকের যাত্রা শুননে যাচ্চি। এদানী ছেলেরা হারমোনিয়ম্‌ বাজিয়ে আর "মদন আগুন" গোচ গোটা কতক গাওনা শিখে ইস্কুল যেতে চায় না—ইস্কুলের নামে নানা রকম ব্যায়ারাম করে বাপ্‌কে ফাঁকি দেয়। আজ মাতার ভেতর কেমন কচ্চে—কাল বুকে এমনি ব্যাথা ধরেচে যে নিশ্বাস ফেলিতে পারে না—পরশু গাটা কেমন২ কচ্চে—যা ডাক্তারদের মেটিরিয়া মেডিকাতে নাই; কিন্তু থিয়েটরের বা অন্যান্য আমোদের নামে নেচে উঠে। তখন আর কোন অসুখ থাকে না Hypochondria সকল ডাক্তারে ধরতে পারে না এই আপশোষ !!!

আমাদের বাঙ্গালির মধ্যে অনেক বড়২ মানুষ আছেন, এবং তাহাদের প্রচুর বিষয়ও আছে। তাঁহারা আজ কাল কেবল অর্থের সদ্ব্যয় না করিয়া থিয়েটরি করে ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন। পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন দেখি যে টাকাগুলি আমাদের অনর্থক আমোদে, পূজায়, সালতি সাধব, ও ধর্মসমাজে, খরচ হয়, সে গুলি সদ্ব্যয় হইলে দেশের কত উপকার হইতে পারে? এতদ্দেশীয় বাবুদের এই ভ্রমটি গেলে আমাদের উপদেশ সফল হইবে। থিয়েটার গেলেই যে মন্দ হয় তা নয়, থিয়েটরে লুকোচুরি চলে, এবং সেই

মুকোচুরিতেই সর্বনাশ হচ্চে। থিয়েটরে মদ ও চোরা গোপ্তান চলে, অর্থাৎ ছোকরাদের সন্তোষের জন্য তাহাদের বাগানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মদ দেওয়া ও বেশ্যাদের সহিত সহবাস করানো হয়, সুতরাং আর লেখা পড়া করবার সময় থাকে না, তারা বালক, তাদের দোষ কি? দোষ আমাদের বিটলে বুড়োদের—বুঝলে কি না? আমরা আর মুকোচুরি কত্তে পারিলাম না—আমাদের দেশটি সুরা, ব্যভিচার, কুসঙ্গ, পরদ্বেষে পরিপূর্ণ। ঐহিক, পরমার্থিক বিষয়ে কাহারো বিশেষ মনোযোগ দেখা যায় না। যে সকল মহামান্য পুরুষ লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের শতাংশের একাংশ এখনকার বালকরা হইতে পারিবে না। রাজা রাধাকান্ত, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যে সকল জ্ঞানী ও কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের সমতুল্যও আর হবে না। যুবক পাঠক মহাশয়রা! এখন উঠ২ আর মুকোচুরি করোনা, যে অল্প সময় আছে—তাতে দেশের, প্রতিবাসির, আপনার, ও ঈশ্বরের, প্রতি কর্তব্য কর্ম্ম করহ, আর সময় নাই, এই বেলা আদায় আনজাম করে নাও—যেন বাকি পড়ে না! আমি এখন আসি, যদি দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হয়, তবে আপনাদের সহিত পুনর্বার সাক্ষাৎ হবে, নচেৎ এই আসাই আসা, এখন আগে যা বলে এসেছি সেটী শেষেও বলে যাই—আর মুকো-চুরির প্রয়োজন কি?

দেশের অনিষ্ট যত, মূল সুরা তার।
লোকাচারে হেয় নরে, করে ব্যভিচার॥
কুসঙ্গে কুমার্গে লোকে, নরে দ্বেষ করে।
বিভুপদ আরাধনে, সব দোষ হরে॥

এখন হাসো, কাঁদো, আর গালই দাও আমি চল্লেম আমার কথাটি ফুরালো—মুকোচুরিও আদ রকম সাঙ্গ হলো।